Contents

ত্রয়োদশ বর্ষ ১৩/৫

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

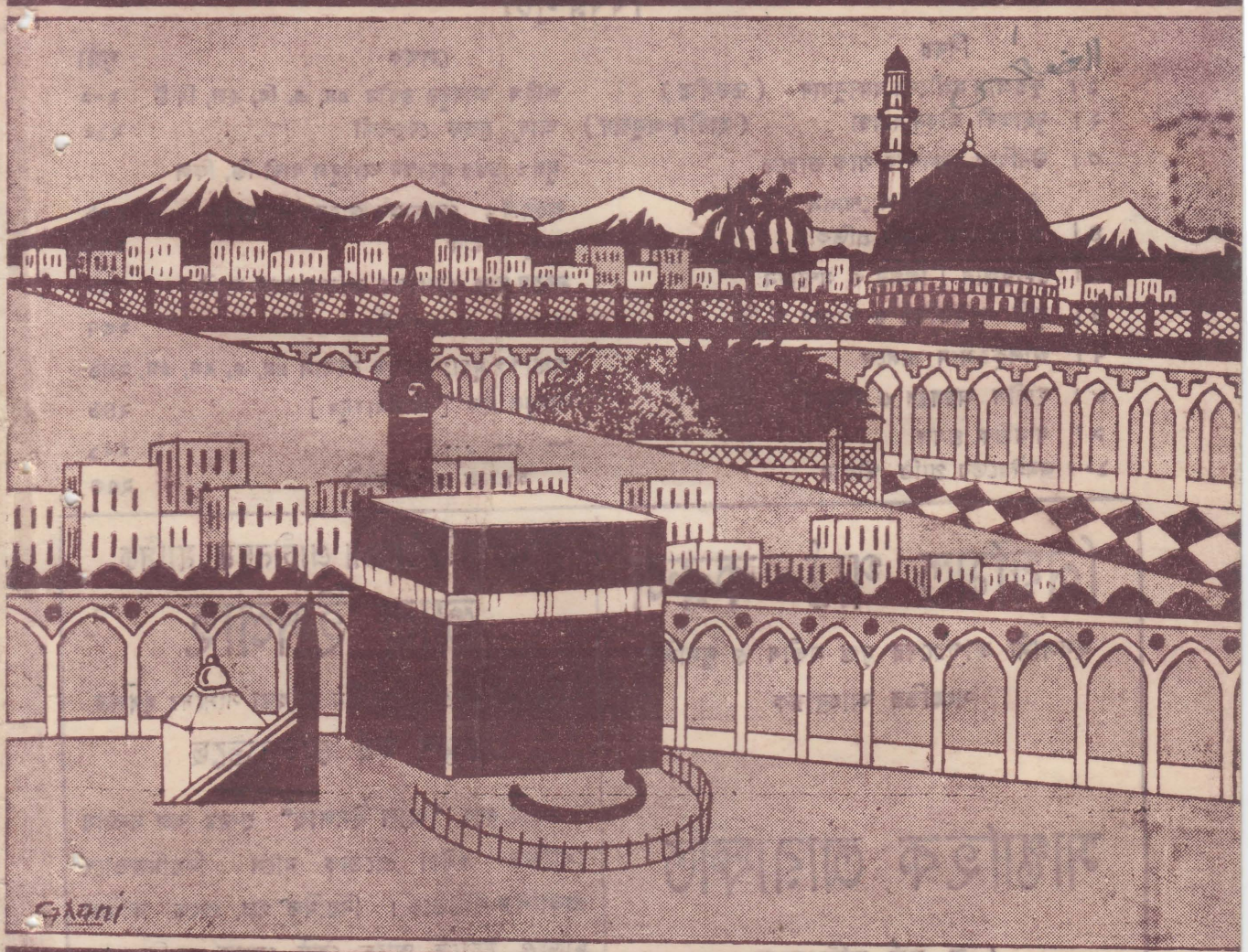

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

ত্রয়োদশ বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৩৭৩ বাং　　সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—১৯৬৬ ইং

রজব—১৩৮৬ হিঃ

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের বঙ্গানুবাদ (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	২০৯
২। মুহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস-অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	২১৫
৩। উনবিংশ শতাব্দীর পাক ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন	মূল : ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২২১
৪। অনাচার ও উহার প্রতিকার	আবূ তাহীক	২২৬
৫। কোরআন [লিখন ও সম্পাদন]	মরহুম মওঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী	২৩০
৬। মুন্সী নাছিরুদ্দিন ও তাঁহার পুঁথি	মোহাম্মদ আরেশউদ্দীন	২৩৭
৭। আলকুরআন প্রসঙ্গে	অধ্যাপক মুহাঃ মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম,	২৪১
৮। হাদীস অনুসরণ ও মযহাব	শামছুল হক [আলমাহমুদ]	২৪৬
৯। সাময়িক প্রসঙ্গ	....	২৫১
১০। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	২৫৩

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১০ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০　ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৪শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ত্রয়োদশ বর্ষ	আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৩ বংগাব্দ ; রজব ১৩৮৬ হিঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ ;	পঞ্চম সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

আম পারার তফসীর

সূরা আয্‌-যুহা

শাইখ আবদুর রহীম এম·এ, বি·এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُورَةُ الضُّحٰى

সূরা আয্‌-যুহা

এই সূরার প্রথমে আয্‌যুহা শব্দ থাকায় ইহার নাম আয্‌-যুহা সূরা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

١ وَالضُّحٰى ۙ

১। কসম দিবাভাগের প্রথম প্রহরের শেষ সময়ের,

٢ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ

২। এবং রাত্রি যখন [সব কিছু] আচ্ছন্ন করে সেই সময়ের,

٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ

৩। তোমার রব্ব তোমাকে পরিত্যাগও করেন নাই এবং [তোমার প্রতি] অসন্তুষ্টও হন নাই।(১)

১। এই আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার দুইটি কারণ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ পীড়িত হওয়ায় দুই তিন রাত্রি তিনি তহজ্জুদের নমায পড়িতে না পারায় এবং অপর হাদীসে বলা হইয়াছে যে, কিছুদিন যাবৎ রসূলুল্লাহ সঃ র নিকট জিব্রীল আঃ না আসায় এক কুরাইশ রমণী রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকট গিয়া বলে, "হে মুহাম্মদ, আমি নিশ্চিত আশা করি যে, তোমার ভূত এইবার তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। গত দুই তিন রাত্রি আমি তাহাকে তোমার নিকটবর্তী দেখি নাই।" স্ত্রীলোকটির ঐ মন্তব্যের প্রতিবাদে এই আয়াতগুলি নাযিল হয়—বুখারী, পৃষ্ঠা ১৫১; ৭৩৮ ও ৭৪৫। কথিত আছে যে, ঐ রমণীটি ছিল রসূলুল্লাহ সঃ-র চাচী ও আবূলহবের স্ত্রী 'আওরা উম্ম জমীল। জিব্রীলের আগমনের প্রতীক্ষায় রসূলুল্লাহ সঃ উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া এই সূরাটি জিব্রীলের যবানী নাযিল হয়। অর্থাৎ জীব্রীল যেন বলিতেছেন, "হে নবী……।"

কসমের বিষয়বস্তুর সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংযোগ এইভাবে দেখান হয়। আয়াতগুলিযোগে আল্লাহ তা'আলা বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি যেমন অনবরত কালের পরিবর্তন সাধন করিতে থাকেন—দিবার পরে রাত্রি ও রাত্রির পরে দিন, আলোকের পরে অন্ধকার ও অন্ধকারের পরে আলোক আনয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি সকল মানুষ ও সকল বস্তুর মধ্যেও অনবরত পরিবর্তন সাধন করিতে থাকেন। তাঁহার এই চিরন্তন নীতি অনুযায়ীই তিনি মানুষকে সুখের পরে দুঃখ ও দুঃখের পরে সুখ, স্বাস্থ্যের পরে পীড়া ও পীড়ার পরে স্বাস্থ্য, দারিদ্রের পরে সচ্ছলতা ও সচ্ছলতার পরে দারিদ্র ইত্যাদি দিয়া থাকেন। এই নীতি অনুযায়ীই তিনি কখন জিবরীল যোগে অহ্ঈ পাঠাইয়া থাকেন এবং কখন অহ্ঈ প্রেরণ বন্ধ করেন, আল্লাহ তা'আলা কেন এইরূপ করেন তাহার ভেদ ও গূঢ় রহস্য তিনিই জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রসূলকে আরও জানাইয়া দেন যে, পীড়া দেওয়ার অথবা অহ্ঈ বন্ধ রাখার সহিত আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অসন্তোষ কোন ক্রমেই জড়িত নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রসূলকে সাময়িকভাবে পীড়া দিলেও অথবা সাময়িকভাবে অহ্ঈ প্রেরণ বন্ধ রাখিলেও তাঁহার পক্ষে ঐ রমণীটির কথায় কান দেওয়া মোটেই সঙ্গত হইবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মোটেই পরিত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহার প্রতি মোটেই অসন্তুষ্ট নন। আলাহ তা'আলা তাঁহার এই উক্তির বিস্তারিত বিবরণ দেন পরবর্তী দুই আয়াতে এবং তাঁহার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রসূলের প্রতি যে দয়া অতীতে করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন ঐ দুই আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে।

www.ahlehadeethbd.org

৪। নিশ্চয় তোমার পক্ষে প্রথমটি অপেক্ষা পরবর্তীটিই উত্তম (২)

৫। আর নিশ্চয় তোমার রব্ব অনতি-বিলম্বে তোমাকে [এমন কিছু] দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।(৩)

٤ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰى

٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

২। আয়াতটির তাৎপর্য:—এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাকে যে মান মর্যাদা দিয়াছেন ইহার পরে তিনি তাঁহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক দয়া দেখাইবেন এবং অধিক মর্যাদা দান করিবেন। আয়াতে 'পরবর্তী কাল' বলিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র বাকী যিন্দেগী ও পরকাল উভয়ই ধরা যাইতে পারে।

৩। এই আয়াতটিকে পূর্ববর্তী আয়াতটির ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে যাহা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহাও তাঁহার বাকী যিন্দেগী ও পরকাল উভয়েরই সহিত সম্পৃক্ত ধরা যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, দুনয়াতে বদর যুদ্ধে ও মক্কা অভিযানে শত্রুদের উপরে রসূলুল্লাহ সঃ-র জয়লাভ, আরবের লোকদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ, বনূ কুরাইযা, বনূ নযীর প্রমুখ য়াহূদী গোত্রগুলির নির্বাসন বা বিলোপ সাধন ইত্যাদি রসূলুল্লাহ সঃ-র সন্তুষ্টি উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া এইগুলি এই আয়াতের আওতায় পড়ে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সঃ-র চরম ও পরম সন্তুষ্টি তখনই হইবে যখন তাঁহার উম্মতের সকলকেই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে স্থান দিবেন। তাই এই আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে 'কিয়ামৎ দিবসে রসূলুল্লাহ সঃ-র শাফা'আৎক্রমে তাঁহার উম্মতের সকলের জান্নাতে স্থান লাভ।'

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি দেওয়া হইল।

রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে এই অনুমতি দেন যে, তিনি এমন একটি দু'আ করিতে পারেন যাহা আল্লাহ অবশ্য মনযুর করিবেন। তদনুযায়ী প্রত্যেক নবী দুনয়াতেই তাঁহার সেই দু'আ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি উহা পরকালের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। আমার সেই দু'আ কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য আমার শাফা'আৎরূপে প্রকাশ পাইবে। ফলে, আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা আল্লার সহিত শিরক না করিয়া মারা যাইবে তাহার প্রতি ইনশা আল্লাহ আমার শফা'আৎ পৌঁছিবে।—বুখারী ও মুসলিম।

রসূলুল্লাহ সঃ আরও বলেন, আমার রব্বের নিকট হইতে একজন আগন্তুক আমার নিকট আসিয়া আমাকে দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য বলিলেন। বিষয় দুইটির একটি ছিল, "আমার উম্মতের অর্ধেক লোকের জান্নাতে স্থান লাভ এবং অপরটি ছিল শফা'আৎ। অনন্তর আমি শফা'আৎই গ্রহণ করিলাম। ফলে, আমার উম্মতের যে কেহ আল্লার সহিত শিরক না করিয়া মারা যাইবে তাহার প্রতি ইন্‌শা-আল্লাহ আমার শফা'আত পৌঁছিবে।—তিরমিযী।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, 'আমার উম্মতের একজনও জাহান্নামে থাকিতে আমি সন্তুষ্ট হইব না।"—তফসীর খাযিন।

হযরত আলী রাঃ ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাঃ বলেন, এই আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে কিয়ামতে অনুষ্ঠেয় শফা'আৎ।

ইমাম জা'ফর সাদিক ও ইমাম বাকির রহঃ বলেন, লোকে মনে করে যে, কুরআন মজীদে সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াত হইতেছে "ওহে আমার ঐ বান্দাগণ যাহারা নিজেদের উপর অন্যায় বাড়াবাড়ি (পাপ ও অন্যায় কাজ)

www.ahlehadeethbd.org

৬। তিনি কি তোমাকে য়াতীম পাইয়া আশ্রয় দান করেন নাই? [নিশ্চয় আশ্রয় দান করিয়াছেন।](৪)

٦ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

৭। এবং তিনি তোমাকে পথহারা পান। অনন্তর তিনি তোমাকে পথ দেখান।(৫)

٧ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝

করিয়াছ, আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হইও না।"—সূরা আয্‌যুমর, ৫৩ আয়াত। কিন্তু আমরা রসূলুল্লাহ সঃর খান্দানের লোকেরা বলি: কুরআন মজীদে সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াত হইতেছে, "আর নিশ্চয় তোমার রব্ব অনতিবিলম্বে তোমাকে এমন কিছু দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।" (সূরা আয্‌যুহা, ৫ম আয়াত)—তফসীর খাযিন।

৪। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-র প্রতি অতীতে যে সকল বস্তু দান করেন তাহা হইতে তিনটি দানের কথা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত ও পরবর্তী দুই আয়াতে উল্লেখ করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-কে বুঝাইতে চান যে, যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে য়াতীম অবস্থাতে সমাদরে প্রতিপালিত হইবার ব্যবস্থা করেন—যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে সকল সময়ে সৎ পথে চালিত করেন,—যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সর্বদা অভাব অনটন হইতে মুক্ত থাকিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সঃ-র এই ধারণা রাখাই সঙ্গত যে, তিনি এত সব করিবার পরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তাঁহা হইতে বিমুখ হইতে পারেন না।

রসূলুল্লাহ সঃ মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তাঁহার পিতা মারা যান এবং রসূলুল্লাহ সঃ য়াতীম অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু য়াতীম হওয়ার দুঃখ-দুর্দশা রসূলুল্লাহ সঃ-কে মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন তাঁহার পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পরে রসূলুল্লাহ সঃ-র চাচা আবূ তালিব তাঁহাকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লন এবং নিজ পুত্র অপেক্ষা অধিক যত্ন ও আদরের সহিত তাঁহাকে লালন পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ইহাই স্মরণ করাইয়া দেন।

কোন কোন তফসীরকার এখানে 'য়াতীম' শব্দের অর্থ 'অতুলনীয়' এবং 'আশ্রয় দানের' তাৎপর্য 'নুবুওৎ দান' করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ নবম আয়াতটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

৫। ইসলামের শত্রুগণ এই আয়াতটিকে তাহাদের অন্যতম মূলধনরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা এই আয়াতে উল্লিখিত 'পথহারার তাৎপর্য করিয়া থাকে' 'কাফির' এবং বলে যে, রসূলুল্লাহ সঃ নুবুওৎ লাভের পূর্ব পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্বজাতীয় লোকদের ন্যায় কাফির ও মুশরিক ছিলেন (না'উযু বিল্লাহি মিন যালিকা)। তাহারা তাহাদের মতের সমর্থনে 'কাল্‌বী' ও 'সুদ্দী' নামক দুইজন কুখ্যাত ও সুন্নী আলিমদের প্রত্যাখ্যাত তফসীরকারের উক্তিকে যুক্তিরূপে পেশ করিয়া থাকে। কিন্তু সুন্নী ও মু'তাযিলা উভয় মতাবলম্বীগণ এই বিষয়ে একমত যে, কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ সঃ-ই নন—বরং কোন নবীই নবুওতের পূর্বে বা পরে জীবনের কোন সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও কুফর বা শিরক করেন নাই। তাঁহাদের প্রমাণ ও যুক্তি এই:—সূরা 'আন্‌-নাজ্‌ম্‌'এর দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ما ضل তিনি পথভ্রষ্টও হন নাই, وما غوى এবং তিনি পথহীনও হন নাই। দ্বিতীয়তঃ কোন নবীর পক্ষে কোনও সময়ে কুফর বা শিরক করার কথা চিন্তাও করা যায় না। কারণ তাহাতে নবীর পক্ষে সাধারণ লেখকের সমালোচনার পাত্র হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে

www.ahlehadeethbd.org

কোন নবী কোনও সময়ে শিরক বা কুফর করিয়া থাকিলে তাঁহার পক্ষে সুষ্ঠভাবে তাওহীদ-প্রচার অসম্ভব। তৃতীয়তঃ কাফির ও মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সঃ সম্বন্ধে যাহা খুশী বলিয়াছে কিন্তু তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা কোন দিন বলিতে পারে নাই যে, তিনি নবুওতের পূর্বে কখনও মিথ্যা বলিয়াছেন অথবা কুফর বা শিরক করিয়াছেন। চতুর্থতঃ 'বুহাইরা' রাহিব রসূলুল্লাহ সঃ-র আকৃতি-প্রকৃতিতে পয়গম্বরীর আলামত অবলোকন করিয়া সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার জন্য রসূলুল্লাহ সঃ-কে 'লাত' ও উয্যার কসম করিতে বলিলে তিনি বলেন, "ঐ দুই জনের কসম করিতে আমাকে বলিবেন না। কারণ আমি তাহাদিগকে যারপর নাই মন্দ জানি ও ঘৃণা করি।" ইমাম যমখশারী বলেন, "নবীগণ নবুওতের পূর্বে ও পরে সকল সময়েই সকল প্রকার পাপ হইতে পবিত্র। কাজেই আল্লাহ সম্পর্কে তাঁহাদের কুফর বা অজ্ঞতার কথা চিন্তাও করা চলে না।"

এই সকল যুক্তি ও প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নী ও মু'তাযিলী ইমামগণের আকীদা এই যে, কোন নবী কখনও শিরক বা কুফর করেন নাই। তারপর তাঁহারা সূরা আযযুহার এই আয়াতটির একাধিক যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা দেন। ইমাম রাযী তাঁহার তফসীর কবীর গ্রন্থে কুড়ি প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল।

(ক) কুরআন মজীদের কোন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে একটি প্রধান নীতি এই যে, সর্বপ্রথমে অপর আয়াত দ্বারা উহার অর্থ ও ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। এই নীতি প্রয়োগ করিলে এখানে 'পথহারা' শব্দটিকে 'পথ না জানা' ও 'পথ অবিদিত' অর্থে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ সূরা আশশূরার ৫১ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আমি আমার আদেশক্রমে তোমার প্রতি অহ্‌ঈ পাঠাইলাম। [উহার পূর্বে] কিতাবই বা কাকে বলে আর ঈমানই বা কাকে বলা হয় তাহা তুমি জানিতে না" আবার সূরা যুমুরের দ্বিতীয় আয়াতে বলা হইয়াছে, "তোমার প্রতি অহ্‌ঈ যোগে আমি তোমার নিকট সুন্দরতম বিবরণী বর্ণনা করিতেছি। এবং তুমি ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় গাফিল বা অজ্ঞ ছিলে।" আয়াত দুইটির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটির অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় :—

রসূলুল্লাহ সঃ নবুওতের বিষয়াবলী ও শরীআতের আহকাম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে এই সব শিক্ষা দেন।

এই ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস, হাসান বসরী, যাহ্‌হাক ও শাহর ইবন হাওশাব করিয়াছেন।

(খ) 'পথহারা' শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করিয়া রসূলুল্লাহ সঃ-র জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা যাইতে পারে। যথা, তিনি বাল্যকালে দুইবার হারাইয়া যান। এই দুই বারের একবারে তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়েন। দুই বারই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে রক্ষা করেন। তারপর যৌবনে ব্যবসায় গিয়া তিনি এক বার পথ হারান এবং সে বারও আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন।

(গ) ضَالّ শব্দের এক অর্থ হইতেছে 'স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলা।' তখন আয়াতটির অর্থ হইবে এই :

কাফিরদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সঃ-র বিশিষ্ট কোন স্থান ছিল না। তিনি গণ্যমান্য লোকদের কেউ ছিলেন না। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে গণ্যমান্য করিয়া তোলেন।

(ঘ) ضَالّ শব্দের আর এক অর্থ হইতেছে 'যাহার ধ্বংস অনিবার্য', 'যাহার রক্ষার কোন উপায় নাই।' অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সঃ-কে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল আর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা করিতে থাকেন।

(ঙ) 'কারণ' বলিয়া 'ফল' অর্থ গ্রহণ করা আরবী ভাষায় এবং কুরআন মজীদেও বহুল প্রচলিত নীতি। এই নীতি প্রয়োগ করিয়া আয়াতটির আরও দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

৮ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

৮। এবং তিনি তোমাকে অনটনের সম্মুখীন পান। অনন্তর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন।(৬)

৯ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

৯। অতএব, য়্যাতীমের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিও না ;(৭)

১০ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

১০। এবং জিজ্ঞাসাকারীকে রূঢ় কথা বলিও না ; (৮)

১১ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

১১। এবং [তোমার প্রতি] তোমার রব্বের দানের কথা বলিতে থাক।(৯)

(এক) পথহারা ব্যক্তি পথের সন্ধানে লিপ্ত হয়। কাজেই এখানে 'পথহারা' শব্দটিকে 'পথের সন্ধানকারী' অর্থে গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না।

(দুই) পথহারা ব্যক্তি হয়রান পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকে। কাজেই এখানে ضَالٌ র অর্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও করা যাইতে পারে।

৬। আয়াতে বর্ণিত অভাবমুক্তির দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য—রসূলুল্লাহ স-র বাল্যকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আবু তালিবের তত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাকে অভাব অনটনের আঁচ লাগিতে দেন নাই। তারপর আবু তালিবের অবস্থা শোচনীয় হইলে হযরত খাদীজা রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে এবং নবুওতের পরে হযরত আবুবকর রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অভাবমুক্ত রাখেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য—মানসিক অভাবমুক্তিই হইতেছে প্রকৃত অভাবমুক্তি। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই মহা সম্পদের পূর্ণ অধিকারী করিয়াছিলেন। ফলে, কোন অভাবই তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিত না।

৭। য়াতীমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এই নিষিদ্ধ কর্কশ ব্যবহারের আওতায় পড়ে।

৮। আয়াতে 'সায়িল' শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (এক) 'সত্যপথের সন্ধানী' বা 'মস্আলা জিজ্ঞাসাকারী'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, তুমি যেমন পথের সন্ধানে হয়রান থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পথের সন্ধান দেন সেইরূপ সত্যপথের সন্ধানী কোন ব্যক্তি তোমার নিকট পথের সন্ধান জানিতে চাহিলে তুমি তাহাকে পথের সন্ধান দিও। তাহাকে রূঢ় কথা বলিয়া বিদায় দিও না। সূরা 'আবাসার প্রথম কয়েকটি আয়াতেও এই কথা বলা হইয়াছে। (দুই) 'দান-প্রার্থী' বা 'ভিক্ষুক'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, কোন দান প্রার্থীকে রূঢ় কথা বলিও না। সে যাহা চায় তাহা যদি তুমি তাহাকে দিতে না পার তাহা হইলে তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিও।

৯। অর্থাৎ হে নবী, তোমার নবুওতের কথা লোকদিগকে জানাইয়া দাও এবং তোমার প্রতি যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তাহা লোকদেরে পৌঁছাইয়া দাও। সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত ৬৭, দ্রষ্টব্য। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, হে নবী, তোমার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হয় তাহার সবই তুমি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।

www.ahlehadeethbd.org

٨ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ •

৮। এবং তিনি তোমাকে অনটনের সম্মুখীন পান। অনন্তর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন।(৬)

٩ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ •

৯। অতএব, য়াতীমের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিও না ;(৭)

١٠ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ •

১০। এবং জিজ্ঞাসাকারীকে রূঢ় কথা বলিও না ; (৮)

١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ •

১১। এবং [তোমার প্রতি] তোমার রব্বের দানের কথা বলিতে থাক।(৯)

(এক) পথহারা ব্যক্তি পথের সন্ধানে লিপ্ত হয়। কাজেই এখানে 'পথহারা' শব্দটিকে 'পথের সন্ধানকারী' অর্থে গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না।

(দুই) পথহারা ব্যক্তি হয়রান পেরেশান ও কিং-কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকে। কাজেই এখানে ضَالّ র অর্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও করা যাইতে পারে।

৬। আয়াতে বর্ণিত অভাবমুক্তির দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য—রসূলুল্লাহ স -র বাল্যকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাকে অভাব অনটনের আঁচ লাগিতে দেন নাই। তারপর আবু তালিবের অবস্থা শোচনীয় হইলে হযরত খাদীজা রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে এবং নবুওতের পরে হযরত আবুবকর রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অভাবমুক্ত রাখেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য—মানসিক অভাবমুক্তিই হইতেছে প্রকৃত অভাবমুক্তি। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই মহা সম্পদের পূর্ণ অধিকারী করিয়াছিলেন। ফলে, কোন অভাবই তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিত না।

৭। য়াতীমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এই নিষিদ্ধ কর্কশ ব্যবহারের আওতায় পড়ে।

৮। আয়াতে 'সায়িল' শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (এক) 'সত্যপথের সন্ধানী' বা 'মস্আলা জিজ্ঞাসাকারী'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, তুমি যেমন পথের সন্ধানে হয়রান থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পথের সন্ধান দেন সেইরূপ সত্যপথের সন্ধানী কোন ব্যক্তি তোমার নিকট পথের সন্ধান জানিতে চাহিলে তুমি তাহাকে পথের সন্ধান দিও। তাহাকে রূঢ় কথা বলিয়া বিদায় দিও না। সূরা 'আবাসার প্রথম কয়েকটি আয়াতেও এই কথা বলা হইয়াছে। (দুই) 'দান-প্রার্থী' বা 'ভিক্ষুক'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, কোন দান প্রার্থীকে রূঢ় কথা বলিও না। সে যাহা চায় তাহা যদি তুমি তাহাকে দিতে না পার তাহা হইলে তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিও।

৯। অর্থাৎ হে নবী, তোমার নবুওতের কথা লোকদিগকে জানাইয়া দাও এবং তোমার প্রতি যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তাহা লোকদেরে পৌঁছাইয়া দাও। সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত ৬৭, দ্রষ্টব্য। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, হে নবী, তোমার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হয় তাহার সবই তুমি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।

٨ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

৮। এবং তিনি তোমাকে অনটনের সম্মুখীন পান। অনন্তর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন।(৬)

٩ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

৯। অতএব, য়াতীমের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিও না;(৭)

١٠ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

১০। এবং জিজ্ঞাসাকারীকে রূঢ় কথা বলিও না; (৮)

١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

১১। এবং [তোমার প্রতি] তোমার রব্বের দানের কথা বলিতে থাক।(৯)

(এক) পথহারা ব্যক্তি পথের সন্ধানে লিপ্ত হয়। কাজেই এখানে 'পথহারা' শব্দটিকে 'পথের সন্ধানকারী' অর্থে গ্রহণ করা অসঙ্গত হয় না।

(দুই) পথহারা ব্যক্তি হয়রান পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থাকে। কাজেই এখানে ضال র অর্থ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও করা যাইতে পারে।

৬। আয়াতে বর্ণিত অভাবমুক্তির দুই প্রকার তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য—রসূলুল্লাহ স-র বাল্যকালে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাকে অভাব অনটনের আঁচ লাগিতে দেন নাই। তারপর আবূ তালিবের অবস্থা শোচনীয় হইলে হযরত খাদীজা রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে এবং নবুওতের পরে হযরত আবূবকর রাঃ-র ধন-মালের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অভাবমুক্ত রাখেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য—মানসিক অভাবমুক্তিই হইতেছে প্রকৃত অভাবমুক্তি। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সঃ-কে এই মহা সম্পদের পূর্ণ অধিকারী করিয়াছিলেন। ফলে, কোন অভাবই তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিত না।

৭। য়াতীমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এই নিষিদ্ধ কর্কশ ব্যবহারের আওতায় পড়ে।

৮। আয়াতে 'সায়িল' শব্দটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। (এক) 'সত্যপথের সন্ধানী' বা 'মস্আলা জিজ্ঞাসাকারী'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, তুমি যেমন পথের সন্ধানে হয়রান থাকাকালে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পথের সন্ধান দেন সেইরূপ সত্যপথের সন্ধানী কোন ব্যক্তি তোমার নিকট পথের সন্ধান জানিতে চাহিলে তুমি তাহাকে পথের সন্ধান দিও। তাহাকে রূঢ় কথা বলিয়া বিদায় দিও না। সূরা 'আবাসার প্রথম কয়েকটি আয়াতেও এই কথা বলা হইয়াছে। (দুই) 'দান-প্রার্থী' বা 'ভিক্ষুক'। তখন আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই—হে নবী, কোন দান প্রার্থীকে রূঢ় কথা বলিও না। সে যাহা চায় তাহা যদি তুমি তাহাকে দিতে না পার তাহা হইলে তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিও।

৯। অর্থাৎ হে নবী, তোমার নবুওতের কথা লোকদিগকে জানাইয়া দাও এবং তোমার প্রতি যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হয় তাহা লোকদেরে পৌছাইয়া দাও। সূরা আল্-মায়িদা, আয়াত ৬৭, দ্রষ্টব্য। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, হে নবী, তোমার প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হয় তাহার সবই তুমি লোকদের নিকট পৌছাইয়া দাও।

www.ahlehadeethbd.org

"পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লার সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লার অসন্তুষ্টি রহিয়াছে। —তিরমিযী। [৪]

ইবন হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৫৮৩। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"কসম তাঁহার, যাঁহার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত [প্রকৃত] মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার প্রতিবেশীর [ভাইয়ের] জন্য ঐ প্রকার বস্তু বা আচরণ পসন্দ না করে যে প্রকার বস্তু বা আচরণ সে নিজের জন্য পসন্দ করে।"—বুখারী ও মুসলিম। [৫]

বা অপসন্দনীয় ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথম হারাম কাজটি হইতেছে মাতার অবাধ্য হওয়া। মাতার আদেশ পালনের গুরুত্ব আরও বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় হারাম কাজটি হইতেছে মেয়েদের জীবন্ত প্রোথিত করা। আরবের কোন কোন লোক দারিদ্রের আশঙ্কায় অথবা বংশের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় নিজ মেয়েকে জন্মের পরে পরেই জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। কুরআন মজীদেও এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড হইতে বিরত থাকিবার আদেশ করা হইয়াছে। [সূরা আল্-আন্'আম, ১৫১ আয়াত; বনী ইসরাঈল, ৩১ আয়াত দ্রষ্টব্য] তৃতীয় হারাম কাজটি হইতেছে অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ আহরণ করা ও অপরকে তাহার প্রাপ্য না দেওয়া।

আর মকরূহ কাজ তিনটি হইতেছে এই ঃ—(এক) কোন বিষয় বা ঘটনা সন্দেহাতীতরূপে না জানিয়া বর্ণনা করা, গুজব ছড়ান আর 'লোকে বলে' 'বলা হয়' এই ধরণের বাক্য দ্বারা সত্য-মিথ্যা বর্ণনা করিয়া যাওয়া। এই ধরণের কথায় সমাজে বহু অনর্থ ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয় মকরূহ বিষয়টি হইতেছে বিনা কারণে অনর্থক অবান্তর প্রশ্ন করা। মুসলিমের কর্তব্য হইতেছে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা। এইরূপ অবান্তর প্রশ্ন করিতে কুরআন মজীদেও নিষেধ করা হইয়াছে। [সূরা আল্-মায়িদা, ১০১ আয়াত]

৪। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পিতামাতা যদি শরী'আত-বিরোধী কোন কাজ করিতে বলে তাহা হইলে তাহাদের ঐ আদেশ পালন করা চলিবে না। তাহা ছাড়া পিতামাতার সকল আদেশই পালন করা চলিবে। পিতামাতার মর্যাদা যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না হয় পুত্র-কন্যাকে তাহাদের সহিত সেইরূপ আচরণ করিতে হইবে। আলিমদের মতে পিতামাতার ঐ অসন্তোষের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন যে অসন্তোষের মূলে থাকে পিতামাতার মর্যাদার অবমাননা। তবে সামান্য সামান্য কথায় বা ব্যাপারে পিতামাতার সাময়িক অসন্তোষ এই হাদীসের আওতায় পড়ার সম্ভাবনা থাকায় পুত্র-কন্যাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পিতামাতা যেন কোন প্রকারেই অসন্তুষ্ট না হন।

৫। এই হাদীসে যে কোন প্রতিবেশীকে ভাই বলা হইয়াছে। অধিকন্তু প্রতিবেশীর হক আদায় করাকে ঈমানের অংশ ঘোষণা করিয়া প্রতিবেশীর হকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

৫৮৪। ইবন মস'ঊদ রাঃ বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ .

আমি রসূলুল্লাহ সঃ কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ পাপ কাজ সর্বাধিক গুরুতর?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ তোমাকে পয়দা করিয়াছেন এমত অবস্থায় আল্লার সমকক্ষ বলিয়া কাহাকেও তোমার মনে করা।" আমি বলিলাম, "তারপর কোন্ পাপ কাজ?" তিনি বলিলেন, "তোমার ছেলেমেয়ে তোমার সঙ্গে আহার করিবে [এবং তাহার ফলে তুমি নিঃস্ব হইয়া পড়িবে] এই ভয়ে তোমার তাহাদিগকে হত্যা করা।" আমি বলিলাম, "তারপর কোন্ পাপ কাজ?" তিনি বলিলেন, "তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তোমার ব্যভিচার করা।"—বুখারী ও মুসলিম। [৬]

৫৮৫। আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আ'স হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ! قَالَ: نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

"কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে একটি হইতেছে নিজ মাতাপিতাকে গালি দেওয়া। সাহাবীগণ বলিলেন, "কোন লোক নিজ পিতামাতাকে কি কখনও গালি দেয়?" তিনি বলিলেন "হাঁ। লোকে [নিজ পিতামাতাকে এই ভাবে গালি দেয়। সে] অপর কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়। ফলে, অপর ব্যক্তিটি ইহার পিতাকে গালি দেয়। আবার লোকে অপরের মাতাকে গালি দেয়। ফলে সেও ইহার মাতাকে গালি দেয়।" [এই ভাবে লোকে নিজ পিতামাতাকে গালি দেওয়াইবার কারণ হয় বলিয়া সেই যেন নিজ পিতামাতাকে গালি দিল।]—বুখারী ও মুসলিম।

৫৮৬। আবূ আইয়ূব রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

৬। যার হক যত বেশী তার হকের অবমাননা করা ততই বড় পাপ। তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার শির্ক করা সবচেয়ে বড় পাপ। তারপর ছেলেমেয়ের প্রতিপালন ও রক্ষা করা হইতেছে পিতার কাজ। তাই পিতার পক্ষে রক্ষাকারী না হইয়া হত্যাকারী হওয়া অতীব জঘন্য কাজ। এই কারণে ইহাকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশীকে সকল প্রকারে সাহায্য ও রক্ষা করা হইতেছে প্রতিবেশীর কর্তব্য। তাই প্রতিবেশীর হক আদায় না করিয়া বরং প্রতিবেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারকে তৃতীয় মহাপাপ বলা হইয়াছে। এই তিনটির প্রত্যেকটিতেই ডবল পাপ করা হয় বলিয়া এইগুলিকে জঘন্যতম মহাপাপ বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلامِ •

"কোন মুসলিমের পক্ষে তাহার কোন মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক এমন ভাবে ত্যাগ করিয়া থাকা হালাল নহে যে, উভয়ের মুলাকাত হইলে একজন এক দিকে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অপর জন অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া লয়। আর ঐ দুই জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে প্রথমে সালাম করে।—বুখারী ও মুসলিম। (৭)

৫৮৭। জাবির রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

'প্রত্যেক সৎকাজ ও পরোপকার সদকা।"—বুখারী [৮]

৫৮৮। আবূ যর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ •

"সদাচারের কোন কিছুকেই তুচ্ছ মনে করিও না। এমন কি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও সামান্য ব্যাপার নয়।"—মুসলিম। [অর্থাৎ সদাচারের সবই অমূল্য রত্ন। কাহারও সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও এক মহান কাজ। উহার জন্য বিস্তর সওয়াব লাভ হয়।—অনুবাদক।]

৫৮৯। আবূ যর্‌র রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ [আমাকে] বলেন,

اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ •

"[হে আবূ যর্‌র, তুমি যখন ঝোল-ব্যঞ্জন পাক করিবে তখন উহাতে পানি বেশী দিও এবং

৭। ব্যক্তিগত কোন কারণে দুই জনের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে এই হাদীস প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে এক মুসলিম অপর মুসলিমের সহিত কথাবার্তা তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখিতে পারে। তাহার বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখিতে পারে না। কিন্তু শরী'আত সম্পর্কিত কোন ব্যাপার লইয়া যদি মনোমালিন্য হয় তবে ঐ ব্যাপার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ রাখা চলে—বরং বন্ধ রাখিতে হইবে। কারণ ঐ ক্ষেত্রে মিলনই ঈমানের পরিপন্থী।

৮। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, কেবলমাত্র টাকা-পয়সা, খাদ্য ইত্যাদি দানের মধ্যেই সদকা সীমাবদ্ধ নহে। বরং যে ভাবেই অপরের সাহায্য ও উপকার করা হয় তাহাতেই সদকার সওয়াব লাভ হয়। যথা দুইটি কথা বলিয়া সুপারিশ করিয়া কাহারও উপকার করা হইলে তাহাতেও সদকার সওয়াব লাভ হয়। অনুরূপভাবে সৎ পরামর্শ দিয়া, দরখাস্ত ইত্যাদি লিখিয়া দিয়া, হাত-পা ও শরীরের শক্তি সামর্থযোগে অপরের কোন কাজ করিয়া দিয়াও সদকার সওয়াব লাভ করা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমার প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখিও।"—মুসলিম। (৯)

৫৯০। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ۔

"কোন মুমিনের দুনয়ার কষ্টসমূহের সামান্য একটি কষ্ট যে মুমিন দূর করে, তাহার কিয়ামত দিবসের কষ্টসমূহের একটি গুরুতর কষ্ট আল্লাহ দূর করেন। দুনয়াতে কোন অনটনগ্রস্ত মুমিনের মুশকিল যে মুমিন আসান করিয়া দেয় আল্লাহ দুনয়াতে ও আখেরাতে তাহার মুশকিল আসান করিয়া দেন। কোন মুমিনের গুপ্ত দোষ যদি কোন মুমিন গোপন রাখে তাহা হইলে তাহার গুপ্ত দোষ আল্লাহ দুনয়াতে ও আখিরা'তে গোপন রাখেন ও রাখিবেন। বান্দা যতক্ষণ নিজ মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ ঐ বান্দাটির সাহায্যে রত থাকেন।—মুসলিম।

৫৯১। ইবনু মস'উদ রাঃ (১০) বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ۔

"কোন ব্যক্তি যদি কাহা'কেও মঙ্গলের দিকে চালিত করে তাহা হইলে ঐ মঙ্গলজনক কার্য সম্পাদনকারীর সওয়াবের সমান পরিমাণ সওয়াব ঐ চালক ব্যক্তিটি পাইবে।"—মুসলিম। (১১)

৫৯২। ইবনু 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

৯। মুসলিম গ্রন্থেই অপর এক রিওয়ায়াত আছে, "তারপর তুমি তোমাদের প্রতিবেশীদের অবস্থার খবর লইবে এবং (প্রয়োজন বোধ করিলে) তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে।"

১০। এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম মুসলিম গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠায় এবং মিশকাতে 'ইলম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে "আবু মস'উদ আনসারী রাঃ রহিয়াছেন—'ইবনু মস'উদ রাঃ' নয়।

১১। এই হাদীসে خَيْر বা মঙ্গল শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পার্থিব ও দীনী মংগল সাধন, কথা-কার্য-লেখনী প্রভৃতিযোগে মংগল-সাধন, ধর্মীয় ও অন্যান্য উপকারী বিদ্যা দান দ্বারা মংগল-সাধন, মুসলিম, কাফির নির্বিশেষে মঙ্গল-সাধন প্রভৃতি সকল প্রকার মঙ্গল সাধনই এই হাদীসের আওতায় পড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

উনবিংশ শতাব্দীর পাক-ভারতে মুসলিম সংস্কার আন্দোলন

॥ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি, ফিল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জাতীয় আন্দোলন সমূহের উত্থান ও অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে মুসলিম পণ্ডিতমণ্ডলী পাকভারতের প্রথম ইসলামী আন্দোলনের প্রতি নূতন করিয়া তাঁহাদের মনোযোগ প্রদান করেন।২৭ কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই নিজেদেরকে সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির উর্ধে তুলিতে সক্ষম হন। তাহারা সকলেই নিজ নিজ দলকে আযাদীর যোদ্ধারূপে প্রমাণ করার জন্য এক অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতে থাকেন।২৮ আযাদী লাভের পর পাকিস্তান ও ভারতের ঐতিহাসিকগণ 'আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস' পুনর্লিখনের কাজে নিজেদিগকে নিয়োজিত করেন।২৯ সুতরাং ওয়াহহাবীরাও যে তাহাদের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইবেন তাহা একান্তই স্বাভাবিক। বরং বিভিন্ন তরফ হইতে উক্ত আন্দোলনের প্রতি এই নয়া তাৎপর্য আরোপিত হইতেছে যে, এই আন্দোলনই ছিল আলীগড় আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, বিশ্ব মুসলিম ঐক্যকরণ আন্দোলন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তরসুরী এবং উহা ভারতের মুসলমানদিগকে ব্যাপকভাবে স্পন্দিত ও আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।"৩০ যুক্তিস্বরূপ বলা হইতেছে যে, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভঙ্গী এবং তৎপরতার জন্য ভারতীয় ওয়াহহাবীগণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া না গেলে "সিপাহী বিদ্রোহ" তত ব্যাপক এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত না।৩১

مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ

سَاَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ اَتٰى اِلَيْكُمْ

مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا

فَادْعُوْا لَهٗ ۔

"যদি কোন ব্যক্তি আল্লার নামের দোহাই দিয়া তোমাদের নিকট আশ্রয় চায় তবে তোমরা তাহাকে আশ্রয় দিও। কেহ যদি আল্লার নামের দোহাই দিয়া তোমাদের নিকট ভিক্ষা চায় তবে তোমরা তাহাকে কিছু দান করিও। আর কেহ যদি তোমাদের প্রতি কোন ইহ্সান করে তবে তোমরা তাহাকে উহার প্রতিদান দিও; কিন্তু তাহাকে উহার প্রতিদান দিবার মত কিছু যদি তোমাদের না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য দু'আ করিও।"—বাইহাকী।

১২। ইতিপূর্বে কিতাবুল্ জিহাদে ৪৩০ নং হাদীসের শেষভাগে (তর্জুমানুল-হাদীস, দ্বাদশ বর্ষ, ২৬৪ পৃঃ) আল্লার নিরাপত্তা ও আল্লার হুকুম সাপেক্ষে কাফিরদের আশ্রয় দান নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে ঐ হাদীস ও এই হাদীসের প্রথম অংশ পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়। ইহার সমাধান এই যে, ৪৩০ নং হাদীসটি মুসলিম জাতির প্রতি সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, এই হাদীসটিতে আশ্রয় দানের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যক্তি বিশেষকে ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় দানের প্রতি প্রযোজ্য।

আল্লার নামে কেহ ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে কিছু দিবার নির্দেশ দ্বিতীয় অংশে রহিয়াছে। আল্লার নামের মর্যাদা রক্ষা কল্পে আশ্রয় দান ও ভিক্ষা দানের আদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লার নামে ভিক্ষা চাওয়া অনুচিত।

মুসলিমগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি ইহ্সান করিবে এবং সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিবে এই নির্দেশ তৃতীয় অংশে দেওয়া হইয়াছে। সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যে আন্দোলন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বে স্থান ও শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের সর্বত্র মুসলমানগণের একটি বৃহৎ অংশকে উৎসাহদীপ্ত কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার প্রেরণায় তাহারা তাহাদের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে—এমনকি দেহের তপ্তরক্ত অকাতরে ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল সেই আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল? সৈয়দ আহমদ শহীদের বিপর্যয়ের পরও ম্যাসিনের কথায় বলিতে গেলে "কোন্ বস্তু তাঁহার ব্রতের প্রতি অগণিত লোকের অটল আস্থা আনিয়া দিয়াছিল"? এবং সর্বশেষ প্রশ্ন এই যে, ভয়ঙ্কররূপে ব্যক্তি সত্তায় আস্থাশীল যে ইউসুফ জাই গোত্র—৩২ মুগলদের দুর্ধর্ষ শক্তি এবং তাহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্রিটিশগণকে সমতুল্য ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করিয়াছিল, সৈয়েদ শহীদ কোন্ আলৌকিক শক্তিবলে সেই গোত্রকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? এই আন্দোলন সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক যে বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে উহার ভিতর এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব সহজলভ্য নহে।

বালাকোট বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর প্রধানতঃ টঙ্কের শাসনকর্তা নওয়াব ওয়াযীরুদ্দৌল্লার প্রচেষ্টায় সৈয়েদ আহমদ শহীদের বিস্তৃত জীবনী এবং পাঠানগণের মধ্যে তাঁহার কর্মতৎপরতার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৈয়েদ সাহেবের বেশ কিছু সংখ্যক শিষ্য এবং সহযোদ্ধা আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন—যাহাতে তাঁহারা স্বয়ং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।—৩৩ এই ধরণের জীবন চরিতে যে সব ত্রুটী সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে তাহা হইতে উক্ত জীবনালেখ্য মুক্ত না হইলেও, আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপিতে আন্দোলন সংক্রান্ত এবং উহার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কিত অপক্ষপাত এবং বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং উপরোল্লিখিত বিবরণী এবং তৎসহ আন্দোলন পরিচালকগণের নিজস্ব রচনাবলীকে সংস্কার অন্দোলনের নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার জন্য তথ্যের প্রাথমিক উৎসরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

সৈয়েদ সাহেবের নেতৃত্বাধীনে তিন প্রকারের সুস্পষ্ট পৃথক চিন্তাধারার লোক সমাবিষ্ট হইয়াছিল। ফলতঃ ইহাদের চিন্তা ও কর্মবৈচিত্রে সামঞ্জস্য বিধান ও সমীকরণে যে বিচক্ষণতা প্রদর্শিত এবং সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল উহার ভিতরেই নিহিত ছিল আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্যের মূলগত কারণ। সংস্কার আন্দোলনের সর্বাধিক অগ্রণিকরা এবং উৎসাহদীপ্ত প্রবক্তা ছিলেন আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল (১১৯৩—১২৪৬ হিঃ, ১৭৭৯—১৮৩১ খৃঃ) তাঁহার সম্বন্ধে একজন নিরপেক্ষ পর্যালোচক ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করেন, During the present century, India has not produced another man similarly enterprising. "বর্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তাঁহার মত উদ্যমশীল এবং যোগ্য ব্যক্তির জন্ম দেয় নাই।" ৩৪ তিনি ছিলেন শাহ আবদুল আযীযের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহারই মাদরাসার এক সমুজ্জ্বল ফলশ্রুতি। সৈয়েদ সাহেবের সহিত মুলাকাতের সুযোগ লাভের পূর্বেই তিনি তাঁহার যুক্তিশীল ও তেজগর্ভ ভাষণ বক্তৃতা দ্বারা এবং অনেক সময় দিল্লীর মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে সেই সব ভাষণে তাঁহার আক্রমণাত্মক মন্তব্য প্রভৃতির মাধ্যমে শাহ মোহাম্মদ ইসমাঈল দিল্লীর স্তব্ধ পরিবেশে এক বিরাট ধর্মীয় ও সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ এই আলোড়ন সহ্য করিতে পারে নাই। তাহাদের প্ররোচণায় দিল্লীর ইংরাজ রেসিডেন্টের হস্তক্ষেপের ফলে একাদিক্রমে ৪০ দিনের জন্য তাঁহার ওয়ায নসীহত ও বক্তৃতা ভাষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এ কারণেই দিল্লীর মুঘল সমাটের দরবারে কৈফিয়ত দানের জন্য তিনি আহূত হন, তাঁহার জীবন নাশেরও চেষ্টা করা হয়, এমন কি দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানের মুখে তাঁহাকে কাফির' বলিয়া আখ্যায়িত করিতেও বাঁধে নাই।—৩৫

সংস্কার আন্দোলনের অধিকাংশ বই পুস্তক রচনার কৃতিত্ববাহী এই প্রতিভাদীপ্ত বাগ্মী এবং শক্তিশালী লেখককেই একাধিক উপায়ে আন্দোলনের নীতি ও কর্মপন্থার ব্যাখ্যা এবং তব-লীগের প্রধান দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। তবু একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, তাঁহার সুগভীর প্রজ্ঞা এবং অনন্য বুদ্ধিমত্তা সত্বেও তিনি মুসলিম ভারতের মযহাব অস্বীকারকারী আহলে-হাদীস ও মযহাবপন্থী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফীগণ—এই উভয় দলের আস্থা অর্জনের মত যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। ধর্মীয় প্রশ্নে তাঁহার কোন কোন মন্তব্য সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার সেই সব তথাকথিত 'অধর্মীয়' উক্তির ফলে অনেক ভাল ভাল মুসলমান তাহার ঘোর শত্রুতে পরিণত হয়। এক সময়ে তাঁহার মৃত্যুর অলীক সংবাদে তাঁহার বিপক্ষ দল দিল্লীর রাস্তা ও অলিগলীতে (আনন্দের অভি-ব্যক্তি স্বরূপ) মিষ্টি বিতরণ করে—৩৭। গভীর বিদ্যাবত্তার অধিকারী না হওয়া সত্বেও—৩৮, তাঁহার সুফী ও ভাববাদী নেতা এবং পীর মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদ (১২০১—১২৪৬ হিজরী ১৭৮৬—১৮৩১ খৃষ্টাব্দ)—৩৮ ভারতের সর্বসাধা-রণ মুসলমানের পূর্ণ আনুগত্য না পাইলেও গভীর শ্রদ্ধা এবং অকপট দরদ অকর্ষণ করিতে সক্ষম হন।—৩৯ সৈয়দ আহমদ শহীদ ছিলেন উত্তর ভারতের এক সুপ্রসিদ্ধ সুফী এবং গাযী পরি-বারের সন্তান। স্বনামখ্যাত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস এবং তদীয় ভ্রাতা উর্দূ ভাষায় কুরআন মজীদের প্রথম অনুবাদক শাহ আবদুল কাদীরের ছাত্র সৈয়েদ আহমদ শহীদ তাঁহার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং মহা ধার্মিকতা সত্বেও তদীয় সত্বার মাধ্যমে উক্ত পরিবারের বিখ্যাত বহু পীরের মধ্যে আর একটি পীরের সংখ্যা বর্ধিত করিয়াই হয়ত ইহলীলা সংবরণ করিতেন—যদি না তিনি তাঁহার মহৎ কর্মজীবনের সূচনায় শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল এবং মুহাম্মদ আবদুল হাই (মৃত্যু ১২৪৩ হিঃ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) এর ন্যায় দুইজন প্রথিতযশা মহাবিদ্বানের সাহচর্য ও আনুগত্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিতেন।—৪০। অনুরূপ ভাবে শাহ ইসমাঈল শহীদের উদ্যাম বিদ্যাবত্তা এবং সৈয়েদ সাহেবের কল্পবিহারী অতীন্দ্রিয়তার মাঝে সুখ-প্রদ ও সুসমঞ্জস সংহতি কিছুতেই বাস্তবরূপ ধারণ করিতে পরিত না, যদি না শাহ আবদুল আযীযের শিষ্য এবং জামাতা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই এর ন্যায় একজন মধ্যপন্থী ব্যক্তি উভয়ের উপর মিলনাত্মক ও সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রভাব বিস্তার না করিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যতদিন পর্যন্ত এই তিন নেতা জীবিত ছিলেন ততদিন সংস্কারপন্থীগণ তাহাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য এবং সাযুজ্য সংরক্ষণ করিয়া চলিতে সক্ষম হন। এই সময়ে সর্বতোভাবে শ্রেণীগত আনুগত্য পরিহার করিয়া তাঁহারা সামঞ্জস্য বিধান এবং সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সমাজের সংস্কার এবং উজ্জীবনের কাজ চালাইয়া যান। যে সব উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন তন্মধ্যে তিনটি ছিল প্রধান। সেই উদ্দেশ্য ত্রয় নিম্নরূপ :

[১] তওহীদ এবং সুন্নার নবজীবনদান এবং সঙ্গে সঙ্গে শির্ক ও বিদআতের উৎপাটন ;

[২] আল্লার প্রতি অকপট প্রেমের পরিপোষণ এবং তৎসহ জগতের বৈষয়িক ব্যাপারে অতিরিক্ত আকর্ষণ ও সম্পূর্ণভাবে জড়াইয়া পড়ার কাজ হইতে বিরত রাখন।

[৩] এবং একটি সত্যকার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

মন ও মস্তিষ্ক অপেক্ষা কল্পনা ও অনুভূতি ভিত্তিক একটি প্রতীকপন্থী ও পৌত্তলিক ধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত দেশের শির্ক-কলুষিত পরিমণ্ডলে—৪১ এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত তওহীদ ও সুন্নতের ব্যাখ্যা মুসলিম জনসাধারণের নিকট অভিনব এবং অদ্ভুত অনুভূত হইয়াছিল। জনসাধারণ এ যাবৎ কাল প্রতিবেশী পৌত্তলিক হিন্দুদের সহিত বসবাস করিয়া দুই বিপরীতমুখী ধর্ম ও কৃষ্টির ঘাত প্রতিঘাতে এবং ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় এমন সব ধ্যান ধারণা ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিল, যাহা ছিল ইসলামের খালেস ও কঠোর একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।—৪২ তারপর শুধু ধর্ম এবং কৃষ্টির ব্যাপারেই নহে, আচার অনুষ্ঠান এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি স্তরে মুসলমানকে তাহার ধর্মের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া চলিতে হইবে—সংস্কারপন্থীগণের এই নির্দেশ সেই সব মুসলমানের নিকট অত্যন্ত কঠোর এবং অসাধ্য প্রতিভাত হইয়াছিল যাহারা ভারত-সুলভ আচার অনুষ্ঠান পালনে কঠোর অনুবর্তিতায় ডক্টর ইকবালের ভাষায় স্বয়ং হিন্দুদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল (OutHindoued the Hindu himself)। অবস্থার এইরূপ পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত প্রকার মুসলমানের সম্মুখেই সংস্কারের বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল। (শির্ক ও বিদ্আতের পঙ্কে নিমজ্জিত মুসলমানদিগকে উদ্ধার করার ব্রতই এই আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছিল)

জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, কুরআন এবং হাদীস হৃদয়ঙ্গম করার জন্য গভীর এবং ব্যাপক জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন। সংস্কারকগণ এই ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করিয়া দিয়া বলেন, রসূলুল্লার (দঃ) বাণী শুধু বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তিরাই বুঝিতে সক্ষম এবং কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক সাধু ব্যক্তিই তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে সমর্থ—এই ধরণের কথা বলা তাঁহার নবুওতী ব্রত অস্বীকারেরই নামান্তর। যুক্তিস্বরূপ তাঁহারা বলেন, এমন কথার তুলন চলে শুধু এই কথার সহিত—যেমন রোগী এত বেশী দুর্বল যে, ঔষধ খাইতে অপারগ আর সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদেরই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়।—৪৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

টীকা ও প্রমাণপঞ্জী

(২৭) "হিন্দুস্থান কী পহ্‌লী ইসলামী তহ্‌রীক" প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, গ্রন্থকার মওলানা মস'উদ আলাম নদভী এই গ্রন্থে সংস্কার আন্দোলনের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২৮) এইরূপ প্রচেষ্টা সমূহের দৃষ্টান্তস্বরূপ মওঃ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর "শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উন্‌কী সিয়াসী তহ্‌রীক, (লাহোর, ১৯৪৫), ৮৬—১৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(২৯) পাকিস্তান হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি ইতো-পূর্বেই ৩ খণ্ডে A History of the Freedom Movement গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের তথ্য দফতরের গ্রন্থ প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে History of the Freedom movement in India এর প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

(৩০) এস, সেন, The Birth of Pakistan (কলিকাতা, ১৯৫৫), ৩২ পৃঃ। অনুরূপ অভিমত প্রকা-শিত হইয়াছে এ এইচ মুহীউদ্দীনের একটি প্রবন্ধে। "Is Pakistan a consequence of Wahabism ?" শীর্ষক উক্ত প্রবন্ধটি পাকিস্তান ইতিহাস সম্মেলনের ১৯৫৪ সালের অধিবেশনে পঠিত হয়।

(৩১) ঐ,

(৩২) ইউসুফযাই গোত্রের ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, আভ্যন্তরীণ শাসন, আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে অবগতির জন্য পড়ুন H. W. Bellew প্রণীত A General Report on the Yusufzais (Lahore, 1864).

(৩৩) ঐ সব ইতিহাস গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সৈয়েদ জা'ফর আলী নদভীর তারীখ-ই-আহমদীয়া (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি) এবং সৈয়েদ মুহাম্মদ আলীর মখ্‌যান-ই-আহমদী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম MS Or. 6650) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩৪) J R A S (জার্ণাল অব দী রয়েল এসিয়া-টিক সোসাইটী) XIII ; 315.

(৩৫) দেখুন : গোলাম রসূল এর 'তুহ্‌ফা রসূলীয়া ওয়া হাদীয়া রসূলীয়া (লাহোর, ১৯৪৮) ২ ; মির্যা হায়রাত এর হায়াত-ই-তৈয়েবা (দিল্লী, ১৩১২ হিঃ) ৪২—৮০ পৃঃ এবং সৈয়েদ আবুল হাসান 'আলী নদভীর 'সিরাতে সৈয়েদ আহমদ শহীদ' (লক্ষ্ণৌ, ১৯৩৯) ৪০৯ পৃঃ।

(৩৬) শাহ ইসমাঈল শহীদের জীবন কাহিনীর জন্য দেখুন : আসারুস্‌-সানাদীদ, ৫৬—৫৮ পৃঃ, সাওয়ানিহ্‌-ই-আহমদী, ১৪৩—১৪৭ পৃঃ মির্যা হায়রাত এর হায়াতে তৈয়্যেবা'য় শাহ ইসমাঈল শহীদের জীবনী এবং তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণী রহিয়াছে। কিন্তু বহু স্থলেই ঐ সব বিবরণী প্রামাণ্য নহে।

(৩৭) হায়াতে তৈয়্যেবা, ৭৫—৭৬ পৃঃ, সাওয়ানিহ্‌-ই-আহমদী, ১৪৬ পৃঃ।

(৩৮) স্যার সৈয়েদ আহমদ খান তদীয় আসারুস্‌ সানাদীদের (৪র্থ খণ্ড, ২৬—২৮ পৃঃ) দিল্লীর 'মাশারিখ-ই-তরীকা' অধ্যায়ে মওঃ সৈয়েদ আহমদ শহীদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(৩৯) সৈয়েদ আহমদ শহীদের শিষ্যবর্গ তাঁহাকে উম্মীরূপে অভিহিত করিতে গৌরব বোধ করিতেন (দেখুন : সাওয়ানিহ্‌-ই-আহমদী, ১৯ পৃঃ ; 'আলী নদভী' সিরাত, ৮ পৃঃ)।

(৪০) তান্‌বীরুল মুযিল্লীন, ইণ্ডিয়া অফিস MS, U. I. পৃষ্ঠা ৩—৫।

(৪১) মিলাইয়া দেখুন : J R A S (জার্ণাল অব দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী) XII, 311—312 ; J A S B (জার্ণাল অব দি সোসাইটী অব বেঙ্গল) 1—481, সাওয়ানিহ্‌-ই-আহমদী, ১৯ পৃঃ। মওঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দেখুন : গোলাম রসূল মিহ্‌র এর 'জামা'তে মুজাহেদীন (লাহোর) ১১৮—১২২ পৃঃ।

(৪২) J A (জার্ণাল এসিয়াটিক) ১৮৩১, ৮৭—৮৮

(৪৩) G. de Tassy জার্ণাল এসিয়াটিকে প্রকা-শিত প্রবন্ধে এইরূপ কতিপয় বিশ্বাস এবং রেওয়াজ প্রথার আলোচনা করিয়াছেন। উহার সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ On certain peculiarities in the Maha-mmedanism of India শিরোনামায় এসিয়াটিক জার্ণালে (New Series, Vols, VI and VII) প্রকাশিত হয়।

(৪৪) শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ এর "তাক্‌বীয়াতুল-ঈমান" (লাহোর, আহমদী প্রেস, n. d.) ১৭ পৃঃ, ৩১—৪১ পৃঃ ; খুর্‌রম আলী নসীহতুল মুসলিমীন (কলিকাতা, ১২৬৯ হিঃ) ৪৩—৪৫ পৃঃ।

(৪৫) তক্‌বীয়াতুল ঈমান, ১—২ পৃঃ, নসীহতুল মুসলিমীন, ৪৯—৫০। —ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

অনাচার ও উহার প্রতিকার

॥ আবূ তারিক ॥

রসূলুল্লার (দঃ) আবির্ভাবের যামানায় কা'বা গৃহে ৩৬০টি দেবমূর্তি ছিল। আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিত। ঠাকুর দেবতাগুলির মধ্যে লাত, মানাত, ওজ্জা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল। এ সবই অভ্রান্ত সত্য। তবে কোন্‌টির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল পূর্বে আর কোন্‌টির পরে তাহা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল।

কিন্তু যে ঘরে এইসব দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং পুজা হইতেছিল তাহা ছিল বাইতুল্লাহ বা আল্লার ঘর নামে পরিচিত। কারণ এই ঘর তওহীদের একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক হযরত ইব্রাহীম আঃ তদীয় পুত্র ইসমাইল আঃ-কে সঙ্গে লইয়া উহা পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন—খাস আল্লার খালেস এবাদতের জন্য।

হযরত ইব্রাহীম এবং ইসমাইলের (আঃ) ধর্মের নাম ছিল ইসলাম। ইসমাইল আঃ এর ওফাতের কয়েক শতাব্দী পরও আরববাসীগণ এই সত্য সনাতন ধর্মের গণ্ডীর ভিতর ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনের ধারায় ও নিজেদের কর্মফলে তাহাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ক্রমে তাহারা ইসলামের সুশীতল ছায়া হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। আস্তে আস্তে ইসলামের সুবিমল জ্যোতি তাহাদের নিকট হইতে অপসারিত হয়। অবশেষে জাহেলিয়াত ও অন্ধকার তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে।

ফল এই দাঁড়াইল যে, গোয়ার্তুমী, কু-সংস্কার ও ফেৎনা ফসাদ তাহাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইল। অধঃপতন এতদূর পর্য্যন্ত গড়াইল যে, নবজাত শিশু কন্যাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া রাখার মত নৃশংস ও গর্হিত কাজও তাহাদের কাছে আর তেমন কোন দোষণীয় কাজরূপে মনে হইত না। গোত্রে গোত্রে লড়াই, বংশমর্য্যাদার বড়াই ও পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ পোষণ করা তাহাদের অস্থি মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। আস্তে আস্তে তাহাদের বিবেক শক্তি লোপ পাইয়া এমন অবস্থায় পৌঁছিল যে, তাহাদের মন-মগজ ও হৃদয় ন্যায়-অন্যায়বোধ হারাইয়া ফেলিল। মানসিক এই অধঃপতনের সময়েই শয়তান তাহাদের মনে অধর্মকেই ধর্মের বেশে উপস্থিত করিল। নূতন নূতন ফের্কাপরস্তি প্রবেশ করিল। ফের্কাপরস্তিই জন্ম দিল নূতন নূতন ক্রিয়া অনুষ্ঠানের—যাহা ছিল ইব্রাহীম ইসমাইলের তওহীদী ধর্মের প্রতিকূল। নূতন ক্রিয়া কাণ্ডগুলি ছিল বিদ্‌আত, বিদআত আবার শির্কের প্রসূতি। বিদআতের পরিণতিই শির্ক। আর এই শির্কের প্রতীক সেই ৩৬০টি দেবমূর্তি।

বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় একদিনে হঠাৎ এই 'দেবতারা' খোদার ঘর দখল করে নাই। আস্তে আস্তে দখল করিয়াছিল। একটা উদাহরণ দেই। ধরুন একটা দেয়ালপঞ্জীতে একটি সুন্দর মানব ছবি ছাপানো রহিয়াছে। কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক ব্যক্তি ঐ দেয়ালপঞ্জীটি আল্লাহ পাকের ঘরে লটকাইয়া দিল। অনেকেই কিছু মনে করিল না। যাহাদের চোখে কিছু খারাপ লাগিল তাহারাও সাহস করিয়া বা অবহেলায় কিছু বলিল না। উহা দেয়ালের শোভা বর্ধিত করিতে লাগিল। দিন গেল, মাস গেল, সকলের চোখেই দেয়ালপঞ্জীটি ভাসিতে লাগিল এবং উহা গা-সহা হইয়া গেল। অতঃপর আর একদিন অন্য একজন আরও সুন্দর ও উচ্চ মানের একটা দেয়ালপঞ্জী পাশাপাশি টানাইয়া দিল। এখন দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল আরও মনোরম। এমনভাবেই দিন যায়, মাস যায়, বৎসর অতিবাহিত হয়। কোন তরফ হইতে এই সম্পর্কে কোন টু শব্দ নাই।

অতঃপর অন্য আর এক ভদ্রলোক বাহাদুরী প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি স্বর্ণ নির্মিত মানব প্রতিকৃতির খেলনা দরজার সামনে ঝুলাইয়া রাখিল, হাওয়ার সাথে সাথে উহা হেলিতে দুলিতে লাগিল, কেহই প্রতিবাদ করে না, অনেকে উহার দিকে তাকাইয়া তামাসা দেখে, আনন্দ পায়। তাহারা আপত্তির তেমন কিছু ইহাতে দেখে না। ইহাও সকলের কাছে গা-সহা হইয়া যায়।

অতঃপর এই সোনার খেলনাটি একদিন মূর্তিতে রূপান্তরিত হইল। উহা লোকদের মন মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। উহা জাতীয় জীবনে—কৃষ্টি, তমদ্দুন ও কালচারের নামে মিশিয়া গেল। অবশেষে এই খেলনাটি দেবমূর্তি স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিল এবং খোদার আসন দখল করিয়া পূজা অর্চনার লক্ষ্যবস্তু বনিয়া গেল। আমার মনে হয় লাত-মনাত ওজ্জাকে দেবতারূপে স্বীকৃতি এবং আল্লাহের আসনে বসানর পিছনে এইরূপ একটি বিবর্তনমূলক ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টান্তটির সৌসাদৃশ্য বর্তমানে আমাদের সামাজিক জীবনে লক্ষ্য করা যাইতেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শ্লোগান ছিল: ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণ কোরান ও সুন্না মোতাবেক তাহাদের মিল্লতী জীবন পরিচালিত করিতে চায়। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির প্রয়োজন। স্বতন্ত্র আভাস ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল। নাম হইল পাকিস্তান। অর্থ: পাক ভূমি। ১৯টি বছর অতীত হইল। আজ পর্যন্ত কোরান ও সুন্না মোতাবেক আমাদের জীবন প্রণালীটি দুরস্ত হইয়াছে কি? না, মিল্লতী জীবনে আমরা কোরান-সুন্নার উসুল বা মূলনীতির কিয়দংশও গ্রহণ করিয়াছি? মোটেই করি নাই। ভবিষ্যতে করিব—তেমন লক্ষণ দেখিতেছি না। অবশ্য শাসনতন্ত্রে কোরান ও সুন্নার মূলনীতির বিপরীত কোন আইন এদেশে চালু করা হইবে না উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার রূপায়নের জন্য আমরা কতটুকু কোশেশ করিতেছি? কোশেশ এর কথা বলতে গেলে শূন্য। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা আমাদের মিল্লতী জীবনের আদর্শের বিপরীত মতবাদ ও নীতিকে কৃষ্টি ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তমুদ্দুন হিসাবে গ্রহণ করিতেছি। এহেন অবস্থায় শাসনতন্ত্রের উল্লেখিত বিধানটিকে আমরা একটা "pious wish" ছাড়া আর কি বলিতে পারি? আজ কৃষ্টি ও তমুদ্দনের নামে বিজাতীয় ভাবধারা ও চালচলন আমাদের মিল্লতী জীবনে গ্রহণ করিতেছি। আবার এই গ্রহণ পদ্ধতিটী বেশ ধীর ও মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। হঠাৎ করিয়া একদিনে আমাদের জাতীয় জীবনে উহা গ্রহণ করিতেছি না।

কৃষ্টির নামে কুরুচিপূর্ণ নাচ-গানের আসর ও বিকৃত যৌন আবেদন ও যৌন উত্তেজনা মূলক ছায়া ছবির ছড়াছড়ি এবং বিদেশী পুস্তকাদির প্রচলনের মারফত আমরা আজ নিজেদের তমুদ্দুনের ক্ষেত্রে দেওলিয়া হইতে যাইতেছি। অতঃপর মদের কথা ধরা যাক। মদ শুধু হারাম বস্তুই নয়। হারাম বলিতে যতরকম হারাম বা অবৈধ বস্তু আছে তার মধ্যে ইহা নিকৃষ্টতম হারাম গুলির অন্যতম। কিন্তু এই অবৈধ বস্তুটিকে আমরা এদেশে অবস্থানকারী বিদেশী মেহমানদের আপ্যায়নের নামে জায়েজ করিয়া রাখিয়াছি। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের দেশীয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি মাঝে হ হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ফল তেমন কিছুই হয় না—হওয়ার তেমন কোন আশাও নাই।

তারপর আসুন ঘুষ প্রসঙ্গে: এই চিজটি আমাদের জাতীয় জীবনে যেন এক অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উহা আমাদের রক্ত-মাংসের সাথে মিশিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরকে পঙ্গু করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমানে কোন কাজে হাত দেওয়ার মনস্থ করিলেই সাথে সাথে মূল খরচটির সাথে ঘুষের অঙ্কটিও যুগপৎ ধরিয়া লইতে হয়। অন্যথায় কাজটি অসম্পাদিত থাকিবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। আজকাল মানুষ এইরূপ ধারণা পোষণ করে যে, পাকিস্তানে ঘুষ হইলে পুরুষকে নারী ও নারীকে পুরুষে রূপান্তরিতকরণ ব্যতিরেকে আর সবই সমাধা করা যায়। এই মারাত্মক ব্যাধি দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে রাষ্ট্র নায়কেরা হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন অবশ্য—কিন্তু ঐ পর্যন্তই কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব কোন তৎপরতা এ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় নাই। অবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আজ হতাশাগ্রস্থ। নৈরাজ্য আজ জাতিকে পাইয়া বসিয়াছে। জাতীয় জীবনে এই নৈরাজ্য অত্যন্ত মারাত্মক।

এইখানেই ইহার শেষ নয়। রাষ্ট্রের তরফ হইতে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হানা হইয়াছে কোরান-সুন্নার উপর। প্রথম আঘাত হানা হইয়াছে কোরান ও সুন্না বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ করিয়া। দ্বিতীয় আঘাত করা হইয়াছে—ঈদের চাঁদ দেখা না দেখার কথা সরকারের তরফ হইতে ঘোষণার মারফত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তৃতীয় আঘাত : পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি চালু করা। এই পরিবার পরিকল্পনার মারফত আপামর জনসাধারণকে আমভাবে ব্যভিচার এর ট্রেনিং দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে মিল্লতী জীবন ত দুষিত পঙ্কিলময় হইবেই, উপরন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়া মুসলমানগণ দুর্বল হইয়া পড়িতে বাধ্য। আমরা আগামী বংশধরদের কাঁধে এই দুর্ভোগের বোঝা চাপাইয়া দিয়া পটল তুলিব।

এই যে ধীর ও মন্থরগতিতে আমাদের মন, মগজ ও হৃদয়কে পঙ্গু করার পদ্ধতি চালু হইতেছে সময়মত যদি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণ, বিশেষভাবে নায়েবে রসূলগণ একতাবদ্ধভাবে ইহার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান না হন, তবে খোদার ঘরে ৩৬০টি দেব মূর্তির মত আমাদের মিল্লতী জীবনও অত্যাচার শোষণে অনাচার ও ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন মুসলিম জাতি হিসাবে স্বীয় বিশিষ্ট লইয়া বাঁচিয়া থাকা—এমনকি স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

অতএব সময় থাকিতে আমাদের সাবধান ও সজাগ হওয়া প্রয়োজন এবং যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে তদনুসারে এইসব অনাচারের প্রতিরোধ স্বীয় দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

সংকলন

কোরআন

[লিখন এবং সম্পাদন]

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

টেম্‌স্‌-তীরের তত্ত্ববাহক যাহা বলিয়াছেন, লণ্ডনপ্রবাসী মুসলমানগণ তাহার যথোচিত প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী মুসলমান, আসুন আমরা "প্রবাসী"র লেখক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহাই শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করি। গত চৈত্রের প্রবাসীতে এই হস্তলিপি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এইরূপ :

১। প্রাপ্ত হস্তলিপিটি কোরআনের একাংশ।

২। ইহা অতি প্রাচীন। খলীফা ওসমান কোরআনের যে সমস্ত পুথি নষ্ট করিতে হুকুম করিয়াছিলেন, এই লিপিটি সেই সব পুথির কোন একখানির অংশ।

৩। প্রচলিত কোরআনের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

৪। খলীফা ওসমান প্রাচীন লিপি নষ্ট করিয়া নূতন পাঠ প্রস্তুত করাইয়া, **নূতন প্রণালীতে কোরআনের বচন বিন্যাস করান।**

৫। হজরত মোহাম্মদের **বাণী** তাঁহার মৃত্যুর ১৫ **বৎসর পরে** ক্রমে ক্রমে **লিপিবদ্ধ** হইতে আরম্ভ হয়।

সুতরাং—(ক) প্রচলিত কোরআন রসূলের সময় লিখিত হয় নাই, (খ) প্রাচীন কোরআনের সহিত প্রচলিত কোরআনের ঐক্য নাই।

১। প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, প্রাপ্ত হস্তলিপিতে কোরআন মজীদের কতকগুলি শ্লোক লিখিত রহিয়াছেন।

২। দ্বিতীয় বিবরণটি অতিশয় গুরুতর। লেখক তাহা বুঝিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি এ বিষয়ে ত্রিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন :—

(ক) লিপির অধিকারিণী শ্রীমতি লিউইস **মনে করেন** যে, ইহা খলীফা ওসমান কর্তৃক প্রচারিত কোরআনের পূর্ব্বকার লেখা ! (কি অকাট্য প্রমাণ !)

(খ) বিশেষজ্ঞেরা **অনুমান করেন** যে, লিপিটি অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বকার লেখা।

আরবীয় লিপির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এই বিশেষজ্ঞদিগের অভিজ্ঞতা যে কিরূপ—তাহা আমরা অবগত নহি ; পক্ষান্তরে শ্বেত দ্বীপবাসী-প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের "অনুমান" ও "স্থির করা" আমরা অবনত মস্তকে মানিয়া লইতেও প্রস্তুত নহি। বিশেষজ্ঞ হাণ্টার বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ ষ্টুয়ার্ট সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বিশেষজ্ঞ মেকলে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা নির্বিবাদে স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) "প্রাপ্ত হস্তলিপিতে হামজা বা স্বর-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। আরবী লেখায় ঐ সমস্ত চিহ্ন অষ্টম শতাব্দীতে প্রচলিত হয়।" অর্থাৎ এই বিশেষজ্ঞেরা ঐরূপ মনে করেন। নচেৎ আমরা হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে :—

ان الناس عبروا يقرؤن فى مصحف عثمان فيفاد اربعين سنة الي ايام عبد الملک بن مروان ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ففزع الحجاج بن يوسف الي كتابة وسالهم ان يفعلوا لهذا الحروف المشتبه علامات فيقال ان نصر بن عاصم قام بذلك • (১)

অর্থাৎ, "হজরত ওসমান কোরআন মজীদের যে বিশুদ্ধ হস্তলিপি প্রচারিত করেন, আবদুল মালেকের সময় পর্য্যন্ত সকলে তাহাই পাঠ করিতে থাকে; কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন ভাষা ভাষী নানা জাতীয় লোক এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায়, কোরআনের নানারূপ পাঠান্তর এবং উচ্চারণ বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে হাজ্জাজে সাকাফী (এরাক প্রদেশের শাসনকর্তা) বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠেন; এবং তাঁহার উপযুক্ত কর্মচারীদিগকে বিশুদ্ধ পাঠের উপায় উদ্ভাবন করিতে আদেশ করেন। তখন নাস্‌র্ এব্‌নে আসেম স্বরচিহ্নাদি উদ্ভাবন করেন।" আবদুল মালেক ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরচিহ্নাদির ব্যবহার সপ্তম শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল; অষ্টম শতাব্দীতে নহে।

(১) এব্‌নে খাল্লাকান ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, হজরত ওসমানের প্রচারিত হস্তলিপিতেও স্বরচিহ্নাদির ব্যবহার ছিল না। সুতরাং প্রাপ্ত হস্তলিপিটিতে স্বরচিহ্নাদির ব্যবহার নাই বলিয়াই যে তাহা খলীফা ওসমানের—কোরআনের পূর্বকার,—সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, এ লেখা অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বকার। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হিজরীর ২য়। ৩য় শতাব্দী। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বকার,—কবেকার? বিশেষজ্ঞ ডাঃ মিঙ্গানা বলিতেছেন, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর। অপর কোন বিশেষজ্ঞ না হয় বলিবেন—প্রথম শতাব্দীর।

কিন্তু উভয় শতাব্দীর আরব্য হস্তলিপি এখনও জগতে দুর্লভ নহে। প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে রসূলে করীম মিসরাধিপতিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞ মিঃ পি, বেজারের ঐতিহাসিক প্রমাণের সাহায্যে তাহার বিশ্বস্ততাও প্রমাণিত হইয়াছে। এখন এই পত্রখানি কনষ্ট্যান্টিনোপলের রাজকীয় পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত। গত জ্যৈষ্ঠের **"আল-এসলামে"** উক্ত পত্রের একখান প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবাসী শ্রীমতী লিউইসের কোরআনের অনুলিপি ছাপিয়াছেন; পাঠক, উভয় অনুলিপি একত্র করিয়া মনোযোগের সহিত মিলাইয়া দেখুন; দেখিবেন, উভয় লিপির মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই।

লণ্ডন প্রবাসী খাজা কামাল উদ্দীন অনেক অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, হজরত ওসমান কর্তৃক প্রচারিত কোরআনের বিশুদ্ধ হস্তলিপির কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন; অধিকন্তু তিনি জামে-এ-আজহার, মিসরীয় সরকারী পুস্ত-

www.ahlehadeethbd.org

কাগার এবং কনষ্ট্যান্টিনোপলের বিভিন্ন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া ১ম, ২য় এবং ৩য় শতাব্দীর লিখিত একাধিক হস্তলিপিও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ডাঃ মিঙ্গানার পুস্তকের খণ্ডন করিয়া তিনি যে পুস্তক লিখিতেছেন, তাহ'তে উপরোক্ত সমুদয় প্রাচীন হস্তলিপির "ফটো" মুদ্রিত হইবে। এই সকল হস্তলিপির প্রামাণিকতা এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নানারূপ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে,— এবং খাজা কামাল উদ্দীন, সমুদয় বিষয়ের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর লিখন-প্রণালীর সহিত শ্রীমতি লিউইসের হস্তলিপির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই।

শ্রীমতির হস্তলিপি যে কোন্ শতাব্দীর তাহা আমরা জানি না। "বিশেষজ্ঞেরা" ত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত। শ্রীযুক্ত মিঙ্গানা বলিতেছেন যে, ইহা দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখা; কিন্তু শ্রীমতি লিউইস বলিতেছেন, ইহা খলীফা ওসমান কর্তৃক কোরআন প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বকার,—অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভের লেখা।

৩ "প্রচলিত কোরআনের সহিত এই নবাবিষ্কৃত হস্তলিপির যথেষ্ট পার্থক্য আছে"— কারণ এই বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়াছেন! কিন্তু প্রাচীন আরব্য হস্তলিপির পাঠোদ্ধার এবং তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কার্য্যে এই বিশেষজ্ঞগণ কিরূপ দক্ষ, পাঠোদ্ধার কার্য্যে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং হস্তলিপির সহিত উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিয়া তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কয়জন বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, প্রবাসীর লেখক তৎসম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। (১)

পার্থক্য এবং বৈষম্য সম্বন্ধে বিশদরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে শ্রীমতির হস্তলিপিতে কতকগুলি শ্লোক (আয়াৎ) আছে এবং প্রচলিত কোরআন মজীদের সহিত কোন্ কোন্ শ্লোকে তাহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদান করা আমরা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

ত্রিত্ববাদের উপাসক ডাঃ মিঙ্গানা ও শ্রীমতি লিউইস এতৎ প্রসঙ্গে লিখিত তাহাদের নব প্রচারিত গ্রন্থে (২) প্রাপ্ত চর্ম্মপত্রিকাগুলিকে তিন

(১) সহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্ব্বকার হস্তলিপি, অথচ তাহা প্রস্তরফলকে খোদিত নহে, তাম্র বা লৌহপাত্রে উৎকীর্ণ নহে!

লেখকের ভঙ্গিমাও কম জটিলতা-ব্যঞ্জক নহে; দক্ষিণ হইতে বামে, বাম হইতে দক্ষিণে, লেখার উপর লেখা—তাহার উপর লেখা, তদুপরি লেখা; স্থান বিশেষে তদ্ধোপরি লেখা অর্থাৎ ৫ প্রস্ত লেখা।

পক্ষান্তরে লিপি পাঠক হইতেছেন—প্রসিদ্ধ এসলাম বিদ্বেষী খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক, পর ধর্ম্মের নিন্দাবাদ ও দোষ কীর্তনের পুণ্যময় কর্তব্য পালন করিয়া যিনি নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন!

আরব্য সাহিত্য অথবা পুরাতন লিপির পাঠোদ্ধার কার্য্যে ইতিপূর্ব্বে জগতবাসী তাঁহার কোনরূপ কৃতিত্বেও পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই।

এ হেন লিপি, এ হেন লেখা, আর এ হেন পাঠক সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু সম্প্রতি আমরা সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিব না। আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, ডাঃ মিঙ্গানা ও তাঁহার সহচরী শ্রীমতি লিউইস যাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ, এবং পার্থক্য ও বৈষম্য সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিতেছেন, তাহাও সত্য।

من خراباتی و دیوانه ام و عاشق و بس
بیشتر زین چه حکایت بکند غمازم؟

(২) Aligarh Institute Gazatte এর ১১ই এবং ১৮ই নভেম্বর সংখ্যায় এই গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে ডাঃ মিঙ্গানা ও শ্রীমতি লিউইসের যে সকল উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই Institute Gazatte হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিম্ন লিখিতরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

কোরআন (ক), কোরআন (খ), কোরআন (গ)

কোরআন (ক)

ইহাতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে :

১। সুরা নুর ১৭ আয়াৎ হইতে ২৯ আয়াত পর্যন্ত
২। ,, কাসাস ৪১ ,, ,, ৮১ ,, ,,
৩। ,, আনকাবুত ১৭ ,, ,, ৩০ ,, ,,
৪। ,, মোমেন ৭৮ ,, ,, ৮৫ ,, ,,
৫। ,, আস্‌সাফ্‌ফ ১ম ,, ,, ৩০ ,, ,,
৬। ,, দোখান ৩৮ ,, ,, ৫৯ ,, ,,
৭। ,, জাসিয়া ১ম ,, ,, ২০ ,, ,,

কোরআন [খ]

নিম্নলিখিত আয়াৎগুলি ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে :—

১। সুরা হুদ, ২ আয়াত হইতে ৩৯ আয়াৎ পর্য্যন্ত
২। সুরা রাআদ, ১৮ ,, ,, ৪৩ ,, ,,
৩। সুরা এব্রাহিম প্রথম ,, ,, ৮ ,, ,,
৪। সুরা হাজ্জার ৮৫ ,, ,, ৯৯ ,, ,,
৫। ,, নাহাল প্রথম ,, ,, ১৩৮ ,, ,,
৬। ,, আসরায়া ,, ,, ,, ৫৭ ,, ,,

কোরআন [গ]

ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াৎ সকল আছে :—

১। সুরা আরাফ ১৩৯ আয়াৎ হইতে ১৬৮ আয়াৎ পর্য্যন্ত।
২। সুরা বারআৎ ১৮ ,, হইতে ৭৯ ,, পর্য্যন্ত

এই হইল মোট শ্লোক সংখ্যা। এখন পার্থক্যের তালিকা পাঠ করুন। যথারীতি ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথম, বানান অথবা অক্ষরের পার্থক্য, সুতরাং ডাঃ মিঙ্গানা মনে করেন যে, এই পার্থক্যহেতু অর্থের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য ঘটে নাই।

	সুরার নাম ও আয়াতের সংখ্যা	প্রচলিত কোরআনের বানান বা শব্দ	শ্রীমতি লিউইসের কোরআনের বানান বা শব্দ
১।	রা'আদ ৪৬,	الله	والله
২।	নাহাল ২২,	ايان	اين
৩।	আহজাব ৯৪,	واعرض	واعرضن
৪।	হুদ ২৪,	الاخسرون	لخسرون
৫।	নাহাল ৩৮,	فانظر	وانظروا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فاصابتهم	فاصابهم	৬। নাহাল ৩৬,
انا	اانا	৭। আল আসরাআ ২৪,
اريـــكم	اراكـم	৮। হুদ ৩১,
بـركنا حولـه	بـركنا حولـــه	৯। আল আনবাআ ১,
لايهدى القوم	لايهدى القوم	১০। তওবা ২৬,
فلم يـكن ينفعهم	فلم يك ينفعهم	১১। মোমেন ৫৮,
انما	انـنا	১২। সেজদাহ ৫,
جعلـكم	يجعلـكم	১৩। নাহাল ৯৫,
بل	بلي	১৪। নাহাল ৩০,
اثـم	اثيم	১৫। দোখান ৪৪,
اولا	افـلا	১৬। নাহাল ১৭,
خل	حلال	১৭। এব্রাহিম ৩,
فـــزين	زين	১৮। রাআদ ৩২,
خبتو	اخبتوا	১৯। হুদ ২৫,
فيها	فيهـن	২০। বারআত ৩৬,
لايهد القوم	لايهدى القوم	২১। বারআ'ত ৩৭,
فـلا تعبدوا	الا تعبدوا	২২। আল আসরাআ ২৮,
جادلت	جادلتنا	২৩। হুদ ৩৪,
فمن	وما	২৪। বারআত ২৩,
ما	ومن	২৫। বারআত ৫৪,
فقيل لها	فقال لها	২৬। সেজদাহ ১০,
قال	وقال	২৭। আনকাবুৎ
عملتـــه	عملت	২৮। নাহাল ১১২,
واذ	واذا	২৯। নাহাল ৮৭,
تسرون	يسرون	৩০। নাহাল ২৪,

২য়, শব্দের পার্থক্য

حكماء	شبباء	১। জাসিয়া ১৮,
اللهم	الله	২। জাসিয়া ১৮,
ومنهم	وتعلم	৩। বার·আত ৪৩,
وسلم	ورحمـة	৪। আরাফ ১৫৩,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩য়, বাক্যের পার্থক্য

ডাঃ মিঙ্গানা বলেন :—নিম্নলিখিত স্থান সমূহে প্রচলিত কোরআন সম্পাদক, কোরআনের মূলবাক্য এবং শব্দগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত বাক্য এবং শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন :—

সুরা এবং আয়াৎ	প্রচলিত কোরআন,	লিউইস দেবীর কোরআন
১। বারআত ৩৮,	يايها الذين امنوا مالكم اذ قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض	يايها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض
২। বারআত, ৩৩,	هو الذى ارسل رسوله	هو رسل رسوله
৩। বারআত, ২৬,	وقاتلوا المشركين كافة كما يقا تلونكم كافة	وقاتلوا المشركين كما يقا تلونكم كافة

ইহাই হইল—প্রায় দুই যুগ ব্যাপী অনুসন্ধান এবং অনুশীলনের ফল। কিন্তু ফল অকিঞ্চিৎকর হইলে কি হয়, ইউরোপীয় বর্ণনা কৌশলের ফলে তাহা অত্যন্ত গৌরব মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ডাঃ মিঙ্গানা এবং তাঁহার সহচরী এই সামান্য বিষয় লইয়া ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক খণ্ড পুস্তকও লিখিয়াছেন। কোরআনের প্রাচীন হস্তলিপির আলোচনা প্রসঙ্গে এস্‌লামের অথবা রসূলে করীমের দোষগুণ সমালোচনা করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিলনা। ডাঃ মিঙ্গানার আলোচ্য বিষয়ের জন্য ৬।৭ পৃষ্ঠাই অতিরিক্ত হইলেও, উপরোক্ত কারণে তাহা ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী কলেবর ধারণ করিয়াছে।

এই অপূর্ব গ্রন্থে ডাঃ মিঙ্গানা প্রভৃতি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রচলিত কোরআন অশুদ্ধ এবং বিকৃত; কারণ এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ কোরআনের সহিত তাহার ঐক্য নাই।

তাঁহাদিগকে আবিষ্কৃত হস্তলিপিটি যে প্রাচীন এবং বিশুদ্ধ তাহার প্রমাণ এই যে :—

১। **"হস্তলিপির ভাষা প্রচলিত কোরআনের ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ এবং যে হাস্মদের রচিত কোরআন যে বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত।"**

২। "প্রাপ্ত হস্তলিপিটির বানান এবং লিখন প্রণালী, খলীফা ওসমানের আদেশে লিখিত কোরআনের ন্যায় বিশুদ্ধ এবং উন্নত নহে। খলীফা ওসমানের পরে লিখিত হইলে লিপিটির বানান এবং লিখন-প্রণালী নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ এবং উন্নত হইত; যেহেতু কোরআনের অনুলিপি সংকলনে ভুল বানান এবং অশুদ্ধ লিখন-পদ্ধতি ব্যবহার করিবার কাহারও আবশ্যক হইতে পারে না।"

কি অদ্ভুত পাণ্ডিত্য! ইহার সারমর্ম্ম এই দাঁড়াইতেছে যে, হজরত ওসমানের আদেশে কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার পর পৃথিবী হইতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভুল লেখা এবং ভুল লেখকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশারদ (Doctor of Divinity) সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature) শ্রীযুক্ত মিঙ্গানা মহোদয় কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাষা-জ্ঞান, বিশ্লেষণ শক্তি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির কিরূপ বিস্ময়কর পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকগণ নিশ্চয়ই তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া আছেন; কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত আমরা তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে—আলোচ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় সম্বন্ধে আমাদের ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য মহোদয় মূল্যবান সময়ের কোনরূপ অপব্যবহার করা, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। তাহার ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে তিনটি পংক্তি লিখিয়াছেন; তাহার মর্মানুবাদ এইরূপ:

"আরব্য ভাষায় যাহাদিগের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা এই হস্তলিপির সহিত প্রচলিত কোরআনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্বীকার করিবেন যে, হস্তলিপির ভাষাই বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট।"

پری نهفته رخ' وديو در كرشمه وناز
بسوخت عقل ز حيرت كه اين چه
بوالعجبی ست

—ক্রমশঃ

[আল এসলাম, ১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা
কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে]

মুনশী নাছিরুদ্দিন ও তাঁহার পুঁথি

॥ মোহাম্মদ আয়েশ উদ্দীন ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল আহলে হাদীছ বিদ্বান পুঁথি-পুস্তকের মাধ্যমে এই দেশের দিকে দিকে হেদায়তের আলোক-বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন রাজশাহী জেলার (তদানীন্তন মালদহ) মুনশী মোহাম্মদ নছিরুদ্দিন মরহুম ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত 'নাছিরুল ইসলাম' বিগত এক যুগ পূর্বেও খুব আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। এখনও কোন কোন রসজ্ঞ পাঠক ইহার অংশ বিশেষ খুব জোশের সহিত মুখে মুখে পাঠ করিয়া থাকেন। নিম্নে উক্ত পুঁথি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

লেখক তাঁহার পুঁথির শেষে নিজের পরিচয় দিয়াছেন :

অধিনের পরিচয় পুস্তকের শেষে,
শুনগো মুসলিমগণ সুমন হরষে।
কোথায় গরীবালয় কোথায় ঠিকানা,
নাম ধাম জেলা আদি কোন্ পরগণা।
একে একে সবিশেষ লিখিয়া তাহার,
প্রকাশ করিয়া দেই খেদমতে সবার।
নাছিরুদ্দি নাম ধরি ডাকে সর্বজন,
আওকাত বাছার সবরেতে আয়োজন।
থানা শিবগঞ্জের অধিনে চামাগ্রাম,
সেই মোকামেতে অবস্থিতি এ অধম।
জেলা মালদহের অধিনে দক্ষিণেতে,
ষোল কি সতের ক্রোশ বলেন লোকেতে।
পরগণা রুকুনপুর লেখে সেরেস্তায়,
পোষ্ট বার ঘরিয়ায় শুলিলে পরিচয়।
পীরু পাইকার নাম ছিল বাবাজীর,
মেহের করিত মোরে সদা বেনজির।
খাইতে পরিতে কিংবা খয়রাত নেকামলে,
ভাল ব্যাতি মন্দ কথা কেহ নাহি বলে।

পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহারা চারি ভ্রাতা বর্তমান ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। লেখক কেতাবে পুর্ণ তিন পৃষ্ঠা এই প্রসঙ্গে ব্যয় করিয়াছেন। মাননীয় মোছান্নেফ যে সকল ওস্তাদের নিকট শিক্ষালাভ করেন, তন্মধ্যে কেতাবে মাত্র দুইজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নারায়নপুর নিবাসী মৌলবী আছিরুদ্দিন মরহুমের নাম তিনি সর্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লেখলের জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন।

অতঃপর তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাতনামা আলেম, সমাজ সংস্কারক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার্কিক মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম দেবকুণ্ডীর (রহঃ) [মাননীয় তর্জুমান সম্পাদকের বুজুর্গ পিতা] নাম।

দ্বিতীয় ওস্তাদ মৌলবী এব্রাহীম নাম,
বড়ই আলেম দেবকুণ্ডেতে মোকাম।
এতই বক্তৃতা শক্তি দিল খোদা তারে,
বড় বড় রণজয় করিল সংসারে।
দিনের বিষয় বীরবাহু একজন,
আজরাইল মত ছিল বদের দুশমন।
হাদিছ ও ওসুল ফেকা মস্তেক রিয়াজী,
সকল ফনের তিনি রাখিতেন পুঁজি।

অবশেষে তিনি উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল ওস্তাদের জন্য আম দোয়া করিয়াছেন এইভাবে :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দোয়া করি ঐ সব ওস্তাদ কামেলে,
জান্নাত নসীব খোদা করে পরকালে।

আল্লামা নজীর হোসাইন ওরফে মিয়া সাহেবের (রহঃ) যশস্বী ছাত্র ও খলিফা রাজশাহী জেলার বাসুদেবপুর গ্রাম নিবাসী মাওলানা আবদুল করিম (রহঃ) ছিলেন তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু। "পীর ও ওস্তাদের পরিচয়" শীর্ষক বর্ণনায় তিনি খুব ভক্তি ও আদব সহকারে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা :—

জামানার মধ্যে এক বুজর্গ আজিম,
মৌলবী মরহুম হাজি আবদুল করিম।
বাসুদেবপুর গ্রামে বসত তেনার,
সর্বদা রাখিল সদা দিনের গুলজার।
নাবালেগ হালে ছেড়ে ভাই বেরাদর,
হিন্দুস্থানে কৈল বাস পঁচিশ বৎসর।
এলেম ও আমলে ছিল আল্লামোদ্দহার,
হক্কেতে হক্কানী সদা নাহকে বেজার।
দেখিয়া আশ্চর্য তাঁর ফকিরি ফেসান,
সৈয়দ মাওলানা পীর নজীর হোছেন।
খেলাফতি ভার দিয়া এ শুভ মাকানে,
মুক্তি ‡ পদে পাঠাইল প্রকাশ জাহানে।
অধিনের পীর ছিল ঐ গুনময়,
মোলাকাতে রুহ তাজা হইত সদায়।

এইরূপে তিন পৃষ্ঠারও অধিক ব্যয় করিয়াছেন পীর ও ওস্তাদের বর্ণনায়।

যাঁহারা লেখককে এই পুঁথি রচনার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে চকচুনাখালি গ্রাম নিবাসী জনাব আবদুল গফুর মরহুম অন্যতম। সেই সময় উক্ত গ্রাম নিবাসী মাতব্বরগণ পুঁথির লেখককে একটি মক্তবের শিক্ষকপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

† মুক্তি

পুঁথির রচনা কাল :

তেরশত এগার সালের আষাড়েতে,
শুরু করিলাম আমি কেতাব লিখিতে।
খোদার ফজলে বার সালের জৌষ্ঠেতে,
সমাপ্ত হইল আবেদন জোনাবেতে।

"নাসিরুল ইসলাম" পুঁথির প্রথমে লেখক 'হামদ' বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে,

ত্রিপদী :

গাফফার সাত্তার, সংসারের সার,
হাকিম হক্কানী তিনি।
আলেমুল গায়েব, কার আজায়েব,
জাব্বার কাহার গণি।
কায়া আদি শুন্য, উদ্দ্যান অরণ্য,
সর্বস্থানে বাস তাঁর।
আহার না করে, খাওয়ায় সবারে,
কৃতি * তাঁর বুঝাভার।
আহা কিবা কৃতি, ঝিনুকেতে মতি,
হস্তি মুণ্ডে গজ মুক্তা।
হিরা পাষাণেতে, মাটির দেহেতে,
দান করিলেন আত্মা।
সাপের মুখেতে, বিষ গরলেতে,
পূর্ণ কৈল নৃপবর।
মুখে মক্ষিকার, মধুর নহর,
কে বুঝে ক্ষমতা তাঁর।
দেখ না স্বচক্ষে, কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষে,
লাল ফুল ফুটিয়াছে।
আকাশ মণ্ডলে, চন্দ্র সূর্য্য মিলে,
কিবা শোভা ধরিয়াছে।
মৃত্তিকা পানিতে, ভাসিছে সুখেতে,
পুনঃ এই জমি পরে।
নদীনালা জারি আহা মরি মরি!
যাহা ইচ্ছা তাই করে।

* কীর্তি

www.ahlehadeethbd.org

খোদা করে তেনাদের আর তাবিয়ানে,
আর কূল্য মোমেনান আর মোমেনানে।
জান্নাত নসীব কর রাখ সুখালয়ে,
এই আরাধনা সদা তোমার দরগাহে।

অতঃপর বহু মূল্যবান নছিহত দ্বারা ১২৪ পৃষ্ঠার বৃহৎ আকারের পুঁথির সমুদয় অংশ পূর্ণ করিয়াছেন। যথা :—

(১) নফসে আম্মারার বিবরণ।

(২) রোনাজারির বিবরণ।

(৩) হালাল রুজি।

(৪) এলেমের ফজিলত। নামাজের ফজিলত এবং এতদসম্বন্ধীয় আরও বহু বিষয়।

কেতাবের শেষ অর্ধাংশ পূর্ণ রহিয়াছে শুধু স্ত্রীলোকদের প্রতি নানাপ্রকার উপদেশ দ্বারা। এক এক করে অষ্টম নছিহত বর্ণনার পর বেহেশত ও দোজখ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন বিচিত্র ভঙ্গিমায় ও অপরূপ ছন্দে। বলিতে কি কেতাবের প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সর্বত্রই এমন একটা প্রাণ মাতান সুরের লহরী ছুটিয়া চলিয়াছে, যে সুরের মায়ায় এককালে ইহার পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দ এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হইয়া যাইত।

এই 'নাছিরুল ইসলাম' পুঁথির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল বাংলা ১৩১৯ সালে ৩৩নং বেনে পুকুর রোডস্থ আলতাফী প্রেস, কলিকাতা হইতে মুনশী আবদুল করিম কর্তৃক। এই সংস্করণের কভার পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দৃষ্টে সহজেই বুঝা যায় যে, কেতাবখানির প্রথম সংস্করণ অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল।

মোহাম্মেফ সাহেব এই কেতাব ব্যতীত 'সেরাতুল হোদা' নামক আরও একখানি মূল্যবান কেতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্য 'নাছিরুল ইসলাম' পুঁথির শেষ কভার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত আছে :

নূতন পুস্তক

সেরাতুল হুদা

"এই পুস্তক দ্বারা যে হেদায়েতের পথ খোলা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরান শরীফের আয়াত ও হাদীছ শরীফ পূর্ণ এবং উদাহরণ স্বরূপ স্বর্গীয় আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের জীবন বৃত্তান্তও লিখিত হইয়াছে।.... ... ইহা নানা রকম পদ্যে সজ্জিত। মূল কথা কেতাবখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না।"

বর্তমানে লোকান্তরিত আমার জনৈক প্রবীণ প্রতিবেশীকে এই পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। তালিমে আরবী নামক এক খানি মক্তব পাঠ্য পুস্তকের নামও 'নাছিরুল ইসলাম' কেতাবের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহাও খুব সম্ভব এই লেখকের রচনা।

—: :—

www.ahlehadeethbd.org

আল-কুরআন প্রসংগে

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এম, এ, এম, এম, এম, ও এল ॥

"আরাফার' মাঠ মুক্ত গগণ
দীপ্ত সবিতা শান্ত পবন
লক্ষ হৃদয় শুনে সে বচন
মন্ত্র মুগ্ধ ময়।" (১)

কথিত আছে যে, হযরত আদম ও হাউওয়া স্বর্গপুরী থেকে অপসারিত হয়ে ৪০ দিন পর্য্যন্ত পানাহার ত্যাগ ও দু'তিন শো বছরের বিচ্ছেদের পর পুনর্মিলিত হয়েছিলেন এই আরাফার পূণ্য ভূমিতে (২) এবং পরস্পরকে তাঁরা চিনতে পেরেছিলেন। কারণ 'আরাফার' আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিচয় ঘটা। তারপর যেস্থানে দৌড়িয়ে এসে হযরত হাউওয়া হযরত আদমের সংগে আলিংগনাবদ্ধ হয়েছিলেন, উক্ত স্থানটি অভিহিত হয়েছে 'মুযদালাফা' নামে। কারণ এখানেই রয়েছে এ নামের আভিধানিক তাৎপর্য্য।

প্রকৃতির কোন্ শুভ প্রভাতে, সৃষ্টির কোন্ শুভ্র উষার প্রথম আলোক রেখা এই ভূমণ্ডলের গাঢ় তিমিরজালকে অপসৃত করেছিলো, দূর অতীতের কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত অশুভক্ষণে, কোন্ দুর্বল মুহূর্তে যুগল-দম্পতি হযরত আদম ও হাউওয়া স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে পৃথকভাবে মর্তোর মাটিতে কোথায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আর সেই স্বর্গীয় জীবন যাপন তথা স্বর্গীয় প্রিয় কান্তার অনন্ত বিচ্ছেদ ব্যথা ও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অনুশোচনায় হযরত আদম কত মর্মভেদী হাহুতাশ ও মুক্ত অন্তরে 'তাওবা' করেছিলেন, আর সে 'তাওবা' কবে, কিভাবে ও কোন্ শুভক্ষণে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছিলো—তার পুংখানুপুংখ বর্ণনা আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় নয় (৩)

মহানবী হযরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবনের কৃষ্ণ সন্ধ্যা যখন ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছিলো, তখন 'আরাফার' এই পবিত্র ময়দানে তথা মরণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণ ছিল বড়ই মর্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয়গ্রাহী। তার একটি অংশ হচ্ছে এই :—

—তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি
দুটো মহা উপহার—
কুরআনের পূত মঙ্গল বাণী
মম, উপদেশ আর ;
যত দিন সবে পরম আদরে,
আঁকড়ি রাখিবে ধরি দুই করে,

(১) কথিকা, আবুল হাশিম। (২) আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন শীরাযী (মৃঃ ৭৯১ হিঃ) কৃত তাফসীর বায়যাভী ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৬, তাবারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬ তাবাকাত ইবনে সাআদ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩ ও তারীখে দিমাশ্‌ক ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫১ (৩) বিস্তৃত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বরাতগুলো, যেমন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ কৃত হিদায়তুস্ সায়েল পৃঃ ২১৫—১৯; দুররে মনসুর ১ম খণ্ড, ৫৫, ৫৬—৬২, মাসউদী কৃত মরূজুয যাহাব, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪, ইবনে কাসীর কৃত বিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০, আখবারে মক্কা—১ম খণ্ড পৃঃ ৭—১০, তারীখে মক্কা, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪০, ইবনে আসাকির ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৫৭ এবং কানযুল আম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১১৪।

www.ahlehadeethbd.org

হারাবেনা পথ ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে
সংসার সাহারায় ' ১

শুধু এই নয়, আরও ভুরি ভুরি হাদীস এ সম্পর্কে মহানবীর পবিত্র মুখ থেকে নিসৃতঃ হয়েছে। যেমন—'তোমাদের মধ্যে যারা কুর-আনের মহাশিক্ষা নিজে গ্রহণ করে এবং অপরকে সেই শিক্ষা দান করে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। (সাহীহ বুখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী) —'যার অন্ত'র কুরআনের কিছুমাত্র অংশ নেই, সে যেন একটি উজাড় জনশূন্য গৃহবিশেষ।' (তিরমিযী)

পবিত্র কুরআনে সুদক্ষ ব্যক্তি, মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী মহান ও সাধু ফিরিশতা-মণ্ডলীর সান্নিধ্য লাভ করবে।' (আল হাদীস)২

"যে ব্যক্তি মহাগ্রন্থ কুরআনের একটিমাত্র অক্ষর পাঠ করে, সে এর বিনিময়ে একটি মাত্র নেকী পায়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি একথা বলিনা যে, পূর্ণ الم একত্রে একটি মাত্র হরফ। বরং আমি বলি, আলিফ ভিন্ন অক্ষর তদ্রুপ লাম ভিন্ন, মীমও ভিন্ন"।৩ অর্থাৎ প্রতিটি অক্ষরে দশ দশটি করে নেকী পাওয়া যায়।

যে বাক্তি পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং এর নির্দেশ সমূহকে বাস্তবজীবনে রূপায়িত করে, তার জনক জননীকে রোয কিয়ামতে এমন এক স্বর্ণখচিত মুকুট পরানো হবে, যার জ্যোতিঃ হবে সূর্য্যরশ্মির চাইতেও অধিকতর উজ্জল। এমন কি এই জ্যোতির্ময় সূর্য্যকে যদি সেই সুদূর শূন্যমার্গ থেকে নিয়ে এসে তোমাদের পার্থিব গৃহকে আলোক সজ্জায় উদ্ভাসিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে তা'থেকেও তোমাদের মাতাপিতাকে প্রদত্ত ঐ স্বর্ণমুকুট সমধিক উজ্জল হবে। অতএব যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন অধ্যয়ন করবে ও তদনুযায়ী আমল করবে তার অবস্থা যে কত উন্নত মানের হবে বল দেখি সে সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারনা?৪ (অর্থাৎ তার মর্তবা হবে অসীম ও অতুলনীয়। কারণ এক্ষেত্রে পিতামাতার দান আনুষঙ্গিক আর সন্তানের দান হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ এবং মৌলিক। তাই একথা অতি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, আনুষঙ্গিক দানের চাইতে মৌলিক দানের শ্রেষ্ঠত্বই হবে অনেক পরিমাণে বেশী।)

কুরআনের মহাশিক্ষার এইসব প্রেরণা মর্তের মাটিকে আজও মহিমান্বিত করে রেখেছে আর যুগ যুগ ধ'রে এর পবিত্র জ্ঞানসাধনা মানুষকে করেছে মহৎ। এই জন্যই ধুলির ধরণীতে আকাশের উদারতা ও স্বর্গের শান্তি নিয়ে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছেন বহু চিন্তাবিদ মনিষী, যাঁরা

১। কথিকা, আবুল হাশেম, মুওয়াত্তা, ইমাম মালেক, সাহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড বাবু হাজাতিন্ নাবী দঃ পৃষ্ঠা ৩৩৭।

২। সম্পূর্ণ হাদীসটি হযরত আয়েশা রাঃ র প্রমুখাৎ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

৩। মুসনাদ দারেমী এবং তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীস সম্বন্ধে হাসান, সাহীহ ও গারীব বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

৪। মুসনদ আহমদ ও আবু দাউদ শরীফে এ হাদীসটি হযরত মুয়ায আল জুহানী রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং হাকেম তদীয় মুসতাদরাকে একে সাহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানবতার যথার্থ মংগল ও কল্যাণ সাধনার্থে আজীবন এই পবিত্র কুরআনের জ্ঞানচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন এবং তাঁদের অবদান ও চরিত্র বলে জাতি গৌরবান্বিত হয়েছে আর কত সম্বিত-হারা নিমজ্জমান সম্প্রদায় কুল কিনারা খুঁজে পেয়েছে।

এই যুগপ্রবর্তক মনিষীদের অন্যতম হুজ্জা-তুল ইসলাম ইমাম গাযযালী তাঁর অনবদ্য অবদান "ইয়াহয়াউল উলুমে" লিখছেন, "আল্লা-হর প্রতিটি সৃষ্টিই শিল্পে ভরা।" কখন শিল্প তাঁর এক অদ্ভুদ গুণ। এ গুণ তাঁর অস্তিত্বের সংগে মিশে রয়েছে। চক্ষুর যেখানে কোনও শক্তি নেই, কর্ণের যেখানে অধিকার নেই, কখন শক্তির সেখানেও রয়েছে অবাধ গতি। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই এই শক্তি প্রভাবে আনন্দের পাহাড়ে আরোহন করতে পারে, আবার ভাবা-বেশে শোক সাগরেও ভাসতে পারে। আমাদের জিহ্বার উপর যা উদয় হয় তা' অক্ষর মাত্র। আমরা মুখে 'আগুণ' শব্দটি সহজেই উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু তার দাহন শক্তিকে রসনা তো কোন দিনই অনুভব করতে পারে না। পবিত্র কুরআনের শব্দ সম্ভার ঠিক তদ্রূপ সবাই মুখে উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু তৎসমুদয়ের প্রকৃত অর্থ প্রকাশক দ্রব্য প্রকাশ হলে, সপ্তভূতল ও সপ্তগগণও তার তেজ ধারণ করতে সক্ষম নয়।

لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله

"হে রাসুল! আমি যদি এই পবিত্র কুর-আনকে পর্বত গাত্রে অবতারিত করতাম, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি দেখতেন যে, সে পাহাড় আল্লাহর ভয়ে ভেংগে গেছে বিক্ষিপ্ত এবং অবনমিত হয়ে। (সূরা হাশার: ২১ আয়াত)।

কুরআনের গুরুত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্য্য, শব্দ-রূপ আচ্ছাদনে অতি গুপ্তভাবে ঢেকে রাখা হয়েছে। এই জন্যই জিহ্বা এবং হৃদয় এরূপ আবৃত কুরআনকে ধারণ করতে সক্ষম হয়। আবার শব্দরূপ আবরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কুর-আনের গৌরব ও সৌন্দর্য্য মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়ার উপায়ও নেই। এ থেকে আর একটি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শুধু শব্দার্থ ব্যতীত কুরআনের আর একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে।

পশু প্রাণীদেরকে আমরা আমাদের কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকি। তাদিগকে আমরা ভূমি কর্ষণের কাজে লাগাই এবং সে সব জমি বৃষ্টি ও রোদের সাহায্যে যে শস্য উৎপাদন করবে তা পশুরা কোনদিন বুঝতে পারে না। যারা কুরআনকে শুধু অক্ষর ও শব্দের দ্বারা বিচার করে তারা ভুল করে।

জগতের কত মহাজ্ঞানী মহাজনরা অকপটে এই মহাসত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি করেছেন: কুরআন এমনি এক মহা সুধা-সিন্ধু যে, তা থেকে সুধা তুলতে গিয়ে তাতে নামতে পারেননি তারা, বরং তার অনন্ত জ্ঞানের কলকাকলীতে স্তব্ধ হতবাক হ'য়ে কেবল দাঁড়িয়ে থেকেছেন তাঁর বেলাভূমিতে, আর আজন্মের সাধনায় সংগ্রহ করতে পেরেছেন শুধু এর সৈকতের কতক নুড়ী মাত্র।

আর আমার ন্যায় একজন দীন হীন আকিঞ্চনের এই মহাসিন্ধুতে অবতরণ করার সে সৎ সাহস কোথায়, আর সে যোগ্যতাই বা কোথায়? কিন্তু একমাত্র সেই অপার করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণার উপর নির্ভর করে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁরই সমীপে সহায়তা ও তওফীক যাচ্ঞা করে এ বন্ধুর পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করছি। কবি সত্যই গেয়েছেন :

توكلنا على الرحمن انا
وجدنا النصر للمتوكلينا

সম্পদে বিপদে আমরা আল্লাহর উপরেই নির্ভর করেছি। আর নির্ভরকারীদের জন্যই আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি।(১)

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت
حق التكلان واليه انيب انا والتكلان

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়,—সৃষ্টি হ'তে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অগণা ধর্মের উদয় ও বিলয় ঘটেছে। কত যোগী, কত ঋষী, কত কবি, কত ভাববাদী, কত আস্তিক কত নাস্তিক কতই না নব নব ধর্মের জন্ম দিয়েছে এ বসুন্ধরায়, মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে মুক্তি পথ, কিন্তু নিরেট শান্তি ও অভ্রান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে নি কেউ। এমনকি পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের প্রতি আল্লাহর যত প্রেরিত বাণী দুনিয়াতে এসেছিল, সবই ভেজাল মিশানো, লুপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, পরিবর্তিত ও বিশ্বস্ততাহীন হওয়ার দরুণ সেগুলো প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিয়ে মানুষকে তার চরম ও পরম মুক্তির পথে পরিচালিত করতে অপারগ হয়েছে। কী যেন নেই এবং কিসের একটা দৈন্য ও অভাব অনটন সব সময় যেন লেগেই রয়েছে ওসব ধর্মের অন্তর জুড়ে। অবশেষে কুরআনই এনে দেয় সত্যের পথে মুক্তি এবং সকল চাওয়া, সকল পাওয়া ও সকল সমস্যা সমাধানের অকাট্য যুক্তি। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী সকল প্রত্যাদেশকে পুনরুদ্ধার, অনুমোদন ও সংকলন ক'রে ধর্মকে তার আদি পবিত্রতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়, তাই সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে একে বলা হয় লুপ্ত প্রত্যাদেশের পুনরাবিষ্কার বা বেদ উদ্ধার। বাস্তবিকই, অবিমিশ্রিত চির সত্য এবং জগদ্বাসীর চির অপাওয়া কাম্য ধন ও অজানা অভাব পূর্ণ মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে একমাত্র আল্লাহর শেষ প্রেরিত বাণী এই পবিত্র কুরআনের মধ্যে।

অস্পৃষ্ট, অতুল্য ও অনন্য গ্রন্থ এই কুরআন মানুষের কল্যাণদিশারী ও আলো বিকিরণকারী, আঁধার কুহেলিকার ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে আলোক-উজ্জ্বল মুক্তিপথের আহ্বায়ক, মানুষের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার দিওমশাল। এর ভাব, ভাষা, অর্থ, শব্দ সবই আল্লার পক্ষ থেকে স্বর্গীয় দূত জিব্রাঈলের মাধ্যমে আঁ হযরতের উপর অবতীর্ণ। এতে রয়েছে আল্লার স্বরূপ, তাঁর সংগে মানবের যোগসূত্র এবং তার আদর্শ জীবণ দর্শন ও ব্যবস্থা পত্র।

পবিত্র কুরআনের বাকরীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সাহিত্য বিচারকগণ এক বিপুল সমালোচনা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন যার নাম হচ্ছে ই'জাযুল কুরআন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দির কোন এক ভাগে এ আলোচনা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তারপর দশম শতাব্দির প্রথম ভাগেই সমগ্র কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য্য, ভাষাশৈলীর তাৎপর্য্য অনুধাবন এবং বিশেষ করে এর আলংকারিক অনুপমত্বের উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমন কি কুরআনের অলৌ-

(১) সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল বাকার বিন কিলাব গোত্রের একজন লোক হযরত আবু বাকরকে সম্বোধন ক'রে। ইমাম নববী সাহীহ মুসলিমের ভাষ্যে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন, সাহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিকত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে ধর্মতাত্ত্বিক সাহিত্য বেত্তাগণ আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্বকে অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসেবে উত্থাপন করেন এবং তাঁরা এই আলংকারিক উৎকর্ষ নিয়ে কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।১ গ্রন্থ কারদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে খাত্তাবী, রোম্মানী, যামালকানী, ইমাম রাযী এবং ইবনে সুরাকাহ ইত্যাদি।২ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী আলী বিন রাব্বান আত-তাবারী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বেশ জোর গলায় বলেছেন যে, কুরআনের রচনা শৈলীর মতো ত্রুটিবিহীন রচনা-শৈলী জগতের অন্য কোন ভাষার কোন গ্রন্থেই নেই। তাঁর এ অভিমতকে সমর্থন করেছেন আবূ হাতিম আস্-সাজিসতানী সর্বান্তকরণে। সম্ভবতঃ তার কিছুকাল পরেই আবু উসমান উমার আল-জাহিয (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ) কুরআনের ভাষার আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের উপর একটি অনুপম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে ইজায ও রূপকের ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব সূরীদের চাইতে এ সমস্যার উপর অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত এবং ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যায় আবূ বাকর মুহাম্মদ আল-বাকিল্লানী প্রণীত 'ইজাযুল কুরআন' নামক অমর গ্রন্থে। তিনি অধিবাসী ছিলেন বসরার কিন্তু তাঁর কর্মবহুল জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে বাগদাদে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৪০৩ হিজরীতে। কুরআনের তুলনায় আর সমস্ত আরাবী সাহিত্যকে অনেক নিম্নস্তরের বলে প্রতিপন্ন করার জন্য ইমাম বাকিল্লানী জোর প্রচেষ্টা করেছেন এবং বারংবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুপম ভাষা সৃষ্টি করা কোন মানুষের পক্ষে কোন দিনই সম্ভবপর নয়।

এই গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ নতুন তিনটি বিভাগের অবতারণা করেন। প্রথম খণ্ডে তিনি কুরআনে আরব-কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত বাকরীতির ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে তিনি উদাহরণ হিসেবে ইমরাউল কাইসের মুআ'ল্লাকা এবং আলবুহ্তারীর বিখ্যাত কবিতাটি উপস্থিত করে কুরআনের ভাষ শৈলীর তুলনায় সেগুলোর ভাষাশৈলী যে কত দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।৩

১৯৩৩ সালে আবদুল আলীম নামক জনৈক পণ্ডিত 'ইসলামিক কালচার' নামক পত্রিকায় কুরআনের আলংকারিক অসাধারণ তত্ত্বের বিচার বা ই'জায শাস্ত্রের ক্রমোন্নতিতে যে সমস্ত লেখকের অবদান রয়েছে তার একটি তালিকা প্রকাশ করেন। সেই সংগে তিনি ই'জায শাস্ত্রের উপর লিখিত গ্রন্থগুলোর নামোল্লেখ এবং সেগুলির উপর বিস্তারিত আলোচনাও করেন।৪

যাই হোক, কুরআনের রচনাশৈলীর আলংকারিক সৌন্দর্য্য, ভাষার সাবলীলতা এবং প্রকাশ পদ্ধতি ও শব্দ মাধুর্য্যের তুলনায় আরব কবিদের কাব্যিক অলংকার ও আলোচনার অপকৃষ্টতা এবং রচনার নিম্নমান নিয়ে আমরা এখানে আর পৃথকভাবে আলোচনা করছি না। কারণ আমরা ভালভাবেই জানি যে, কুরআনের রচনা মানবীয় শক্তি ও আয়ত্বের অতি উর্দ্ধে, মানবীয় কল্পনা ও চিন্তার অতীত এবং সর্বজন নির্বিশেষে অশিক্ষনীয় এবং অসাধ্য এক ভাষা।

لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

সম্মুখ থেকে কিংবা পশ্চাৎ থেকে মিথ্যা কোনদিন কুরআনের নিকট আসতে পারে না; যিনি জ্ঞানী এবং প্রশংসিত তাঁরই কাছ থেকে আগত এ ঐশীবাণী। (সূরা হা'মীম আস্ সিজদাহ: ৪২ আয়াত)—ক্রমশ:

(১) Translation with annotation into English of Baqillanis I'jajul Quran, by Gustave E. Von Grunebaum.

(২) আল্লামা সুয়ুতী কৃত আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬।

(৩) ইতকানের হাশিয়ায় মুদ্রিত আল বাকিল্লানীর ই'জাযুল কুরআন দ্রষ্টব্য।

(৪) সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের মুখবন্দ থেকে উদ্ধৃত।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীস অনুসরণ
ও
মজহাব

শামছুল হক (আল মাহদুদ)
অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হা—থাক, জিজ্ঞাসা করি, এর কিছু ওর কিছু নিলে নাজায়েজ কথাটা কি হল ? তুমিইত বলেছ, সেট মানে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক নয়, বরং পরস্পর বিভিন্ন 'কমবিনেশন, বা 'মিশ্রণ'। ইমাম শাফেয়ী পর্য্যন্ত তিনটি এইরূপ কমবিনেশন থাকার পর ইমাম হাম্বল যদি চতুর্থ মিশ্রণ করে থাকতে পারেন, তবে আমি যদি পঞ্চম একটি কমবিনেশন করি আর তুমি কর ষষ্ঠ তবে বাধা আসে কোথা থেকে ? কোন্ আয়াত হতে, কোন্ হাদিছ হতে ? মিশ্রণ শুধু চারটি হতে পারে, তার বেশী নয়—এ সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিল কে ? এর প্রমাণ কোথায় ? আন এর সমর্থনে একটি আয়াত, আন একটি হাদীছ।

ম—যদি বলি, ইমাম হাম্বলের চতুর্থ মজহাব কায়েম করার কারণ এই যে, তিনি এমন কতকগুলি হাদীছ পেয়েছিলেন, যা তার পূর্ববর্তী ইমামরা পান নাই, সুতরাং তাঁর মজহাবটি পূর্ববর্তী মজহাব সমূহ হতে কিছু কিছু নিয়ে শুধু একটি মিশ্রণ নয়, বরং কিছুটা মৌলিকও বটে। তুমি কি নূতন কোন হাদীছ নিয়ে নূতন মজহাব তৈরী করছ ?

হা—দেখ আমার মূল যুক্তিই হল, 'হালালকে হারাম করল কে ?' কি ভাবে আমি আমার মজহাব তৈয়ারী করলাম, শুধু এর কিছু ওর কিছু নিয়ে কিনা, বা তার সাথে অন্য কিছু যোগ করে কিনা, সেটা দেখে তোমার কি হবে ? দেখবে শুধু আমি হাদীছের উপর আছি কিনা ? আর কোরান-সুন্নাহর উপর থাকাটাই গোমরাহী হতে রক্ষা পাওয়ার রক্ষা কবচ বলে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তিনি কি বলেছেন, অমুক অমুক ইমামকে অনুসরণ না করলে তুমি গোমরাহ হয়ে যাবে ?

ম—যাহা হউক, তা হলেও এ চার মজহাবের গণ্ডীর ভিতর তোমাকে থাকতে হবে ?

হা—কেন, এইমাত্র বল্লে যে, কতক নূতন হাদীছ পেলেন বলে ইমাম হাম্বল নূতন মজহাব গড়েছেন। আমিও যদি তদ্রূপ নূতন হাদীছ পাই ....

ম—কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী তাঁর তফসিরে মজহারীতে বলেছেন—An additional reason for not following a Hadis which has not been acted upon by any one of these four Imams is that it is not probable that there should be any Hadis concealed from the four Imams and their

www.ahlehadeethbd.org

Contents

learned disciples. Therefore, their not following that Hadis is a reason that that Hadis is a revoked or abrogated Hadis. (Two descisions on the right of the Ahl-i Hadis). (Wahabi) to pray in the same mosque with the Sunnis P, 13)' "যে হাদিছের উপর কোন ইমাম আমল করেন নাই, এমন কোন হাদীছের অনুসরণ না করার আর একটা যুক্তি এই যে, উহা সম্ভব নয় যে, এমন কোন হাদীছ থাকিতে পারে যা চার ইমাম এবং তাহাদের বিদ্বান শিষ্যমণ্ডলীর নিকট হইতে গোপন থাকিবে, সুতরাং তাঁহাদের ঐ হাদীছের উপর আমল না করাটা ঐ হাদীছ মনসূখ হইয়া যাওয়ার একটি প্রমাণ।"

হা—তা ছানাউল্লাহ পাণ্ডিপথী সাহেব বলতে পারেন, আর তুমিও মেনে নিতে পার, কিন্তু আমি তাঁর মোকাল্লেদ নই। 'সম্ভব নয়' একথা না বলে 'অজানা ছিল না', এটা প্রমাণ করে দিলে ল্যাঠা হয়ত চুকে যেত। আর মনসূখ কিনা তাও প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার, তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন ওটা কোন প্রমাণই নয়। Facts & figures দিয়ে বলতে হবে, ওসব 'ধরি মাছ না ছুই পানি'র কোন মূল্য আমাদের কাছে নাই।

ম—আচ্ছা যাক, ল্যাঠা চুকে যাওয়ার ব্যাপারে 'হয়ত' কেন বল্লে?

হা—ইমামদের অজানা হাদীছ ছিল না এগুলি এর প্রমাণ দিলেও, আমি সেই দিকে যেতাম না। আমি যেতাম হাদীছ ছহী কিনা, মনসূখ কিনা—এসব প্রমাণ যেখানে দেওয়া আছে সেদিকে, তার প্রমাণ ছহী হলে আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই চার মজহাবের গণ্ডীর ভিতর থাকতে ভালবাসতাম।

সম্ভব নয়, এ ভাবেই যদি কথা বল, তবে আমিও তোমার পূর্বের কথার বিরোধিতা করে বলব, ইহা সম্ভব নয় যে, প্রথম তিন ইমামের অজানা কোন হাদীছ ছিল না যাতে করে ইমাম হাম্বল নূতন মজহাব সৃষ্টি করতে পারেন।

ম—আমিও তোমার যুক্তির ধারা অবলম্বন করে বলব, তিনি ঐ তিন মজহাব হতে এ মজহাবের কিছু ঐ মজহাবের কিছু নিয়ে একটা মিশ্রণ করে চতুর্থ মজহাব গড়েছেন, অর্থাৎ তিনি ঐ তিন মজহাবের গণ্ডীর ভিতরেই ছিলেন।

হা—তাহলে আমি আর একধাপ উপরে গিয়ে বলব যে, প্রথম দুই ইমামের অজানা কান হাদীছ ছিল না—উহা সম্ভব নয়; আর বাধ্য হয়ে তুমি বলবে, শাফেয়ী এবং হাম্বলী—মালেকী এবং হানাফীর অন্তর্গত।

ম—হ্যাঁ,

হা—এবং আমি আর একধাপ উপরে গেলে? তাহলে বলতে হয় পরবর্তী তিন মজহাবই হানাফী মজহাবের অন্তর্গত, অর্থাৎ হানাফী মজহাবের মসলাগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ করেই অন্য তিনটি মজহাব গড়ে উঠেছে। গাণিতিক ভাবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা।

ম—এবং আমি 'তাই' বলছি, ইমামদের অজানা কোন হাদীছ ছিল না।

হা—আমি বলছি যে, আমি একটি নূতন হাদীছ পেয়েছি যা তাঁদের কারও জানা ছিল না।...তার বিচার করবে কে? আর এত বিচারের প্রয়োজনই বা কি? আমি নিজেকে দাবী করছি হাদীছের অনুসারী বলে। যদি এমন হয়ে থাকে যে, কোন হাদীছই এ চার ইমামের বাহিরে ছিল না, তবে ভাল—আমি চার মজহাবের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গণ্ডীর ভিতর আছি। আর যদি না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তুমি ত শুধু দেখবে আমি সুন্নাহর গণ্ডীর ভিতর আছি কিনা? কারণ রসূলুল্লাহ (দঃ) ওটাকেই হাদীসের গণ্ডী বলেছেন। তোমাকে বিচার করতে হলে শেষোক্ত ব্যাপারটা বিচার করতে হয়, প্রথমোক্ত ব্যাপারটা বিচার করতে গিয়ে অনর্থক পণ্ডশ্রম করবে কেন?

ম—তারপর?

হা—তুমি ওটাকে পণ্ডশ্রম বলছ আর ১৮৯৩।৯৪ সালে গাজীপুরে (ইউ, পি,) শেখ হাফিজ আবদুর রহমান "হানাফীদের সাথে একই মসজিদে নামাজ পড়ার অধিকারের" জন্য যে মামলা দায়ের করেন তাতে তিনি স্বীকার করেন যে, চার ইমামের অজানা কোন হাদীছ ছিল না। *

হা—তিনি কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথীর উক্তিকে সত্য পেয়েছেন।

ম—তুমি বুঝি পাওনি?

হা—বলেছি ওটা যাচাই করতে যাওয়াটাকে আমি প্রয়োজন বোধ করি না।

ম—শেখ হাফিজ আবদুর রহমান প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

হা—কারণ তার গরজ ছিল।

ম—সেটা কি?

হা—মামলায় জয় লাভ করা।

ম—যাক, তার ওটা যাচাই করার পর ত তুমি তা গ্রহণ করতে পার।

হা—আমি ত তার মোকাল্লেদ নই।

ম—স্বগোত্রীয়ের কথাও তুমি বিশ্বাস কর না?

হা—আহলে হাদীছ বলে কোন গোত্র আমি স্বীকার করি না। একমাত্র মুসলিম গোত্রই আমি বুঝি। তোমার সহোদর ভাই মুসলমান হওয়া সত্তেও তার কথা সব সময় তুমি বিশ্বাস কর না। হাফিজ আবদুর রহমান সত্যও বলতে পারেন, মিথ্যাও বলতে পারেন—বা সত্য বল্লেও তার জানার বাহিরে আরও সত্য থাকতে পারে, যা তার প্রতিপক্ষ প্রমাণ করতে পারে নাই।

আমি বিশ্বাস করি মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর এই কথায় যে, অজুতে পায়ের গোড়ালী না ভিজলে তাতেও আজাব হবে, যদিও তা প্রমাণ করার কোন উপায়ই নাই—আমারও নাই, তোমারও নাই, আর কোন ইমাম বা মোহাদ্দেছ বা দরবেশেরও নাই।

ম—দেখ যদি হাফিজ আবদুর রহমানের কথা ঠিক হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার মতামত—পূর্বেই ব্যক্ত করেছি—চার মজহাবের গণ্ডীর বাহিরে যাওয়ার কোনই আগ্রহ আমার নাই, আর ওর ভিতর আবদ্ধ থাকারও কোন মোহ আমার নাই।

ম—যাই বল, বর্তমান দিনে প্রত্যেক মুছলমানের জন্য কোন একজন নির্দিষ্ট ইমামের মজহাব মানিয়া লওয়া ওয়াজিব, কেনন, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে, মজহাব ছেড়ে দিয়ে নিজের খেয়ালখুসী

* The reservation made by the author (মোল্লা জিওন) that the Hadis should be such that some one of the four Imams must have adopted, it is the same as made by the author of Tafsir-i-Mazhari (কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি) quoted above. The plaintiff is perfectly willing to abide by this condition. (Two discisions on the right of Ahl-i-Hadis—P 32).

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মত চলার পরিণাম বড় ভয়াবহ, বরং ইহা ইলহাদ ও কুফরীর গর্তে ডুবিয়া থাকারই শামিল। *

হা—ওটা যে 'ওয়াজিব' তা আমরা দেখেছি, এ ছাড়া আর যা বলেছে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, 'গায়র মোকাল্লেদ' যারা তারা সবাই খেয়াল-খুসীর দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, যদিও তারা নিজেদের হাদীছের অনুসারী বলে দাবী করছে, যেন মজহাবের কিতাব ছেড়ে দিয়ে হাদীছের দ্বারা চলতে যাওয়া মানেই খেয়াল-খুসীর অনুসরণ করা, তা যদি হয়, তবে তাই আমি করতে চাই। আল্লাহর রসূলের সার্টিফিকেট (মানে শাফায়ত) আমার দরকার, দেওবন্দী আলেমদের সার্টিফিকেট না হলেও আমার চলবে। জানবার বাসনা হয়, মানুষকে হেদায়তের গণ্ডীর ভিতর রাখার এই অত্যাশ্চার্য্য ক্ষমতা মজহাবের ফেকাহর কেতাব সমূহ কোথায় পেল; যা আল্লাহর রসূলের হাদীছ করতে সক্ষম হল না? অথচ রসূল (দঃ) বলে গেলেন যে, কোরান-সুন্নাহ আকড়িয়ে ধর তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তোমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দোহাই দিচ্ছে, যেন পাক-ভারতের সমস্ত আহলে হাদীছ, পাপে পঙ্কে ডুবে আছে। শোনা ত যায় আমাদের পূর্বপাকিস্তানের আহলে হাদীছ সম্প্রদায়ই শরিয়তের উপর সঠিকভাবে কায়েম আছে। তাঁদের মধ্যেই নামাজ, রোজা, পর্দা ইত্যাদি অধিক পালিত হয়। এমন কি ধূম পানের ন্যায় একটি মকরূহের চর্চ্চাও তাঁদের মধ্যে কম। সামাজিক ব্যাপারেও নাকি তারা অধিক সৎ। আর্থিক ভাবেও নাকি তারা অধিক সঙ্গতি সম্পন্ন—অন্ততঃ যেখানে হানাফী আহলে হাদীস দুই সম্প্রদায়ই পাশাপাশি বাস করছে, সেখানে তুলনামূলক ভাবে ধর্মীয় এবং পার্থিব ব্যাপারে তাদেরকেই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হয়। আর হানাফী সমাজে যে সমস্ত শের্ক বেদাত—যেমন কবর পূজা, আধ্যাত্মিকতার নামে নাচ গান, নর্ত্তন, কুর্দন, আরও বহু অনাচার যা ভাল হানাফী আলেমরাও নাজায়েজ বলছেন, সে সব হতে আহলে হাদীছ সম্প্রদায় মুক্ত এবং হানাফী আলেমরা যে এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাও আহলে হাদীছ আন্দোলনের প্রভাবে—একথা "আকীদায়ে দেওবন্দেই" পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে:

(১) বিধর্মীদের প্রভাব হইতে পাক-ভারতকে মুক্ত করিয়া এদেশে ইছলামী নীতির ভিত্তিতে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে রায় বেরেলীর হজরত মৌলানা শাহ ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) ও হযরত মৌলানা শাহ ইছমাইল (রহঃ) এর নেতৃত্বে জেহাদ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল— (ঐ, পৃষ্ঠা ২)

(২) অন্য একটি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, সমস্ত আছমানী ধর্ম বিকৃত ও পরিবর্তন করার মূলে ছিল একদল স্বৈরাচারী শাসক এবং একদল সার্থলোভী ধর্মজাযক। পাক-ভারতেও ইছলামের অবস্থা তাহাই হইতে চলিয়াছিল, বিধর্মী শাসকদের প্রভাব এবং বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থ শিকারীদের দ্বারা অনৈসলামিক কুসংস্কার সমূহ ইছলামের বিধি বিধানে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহতায়ালা যাহা রক্ষা করেন তাহা কোন না কোন উপায়ে রক্ষিত হয়।

* দেখুন: মোহাম্মদ ইউছুফ অনুদিত রইছুল মোহাদ্দেসীন হজরত আল্লামা খলীল আহমদ সাহেব মোহাজেরে মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহে প্রণীত "ওলামায়ে ইছলামের দৃষ্টিতে আকিদায়ে দেওবন্দ" পৃষ্ঠা: ৩৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্ভবতঃ আল্লাহতায়ালা হজরত শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) ও তৎ বংশধরগণকে পাক-ভারতের এই দুর্দিনে—বিশেষ ভাবে "আলেমগণই নবীগণের (আঃ) ওয়ারিস" হাদীছের মর্মানুযায়ী উক্ত কাজের জন্য নবী আলাইহিচ্ছালামের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এদেশে প্রচলিত ইছালামের নামে অনৈসলামিক কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে মুখে ও কলমে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেন। শাহ ওলীউল্লাহ মরহুম ও তাঁহার বংশধরগণের গুণাগুণ ও ইছলামের সেবামূলক কার্য্যাদির বর্ণনা দেওয়া আমার মত কাঁচা লোকের কাজ নহে (ঐ, পৃঃ ৩)।

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী ও তৎ বংশধরগণ এদেশে নবীর ওয়ারিসের কাজ করেছিলেন সে কথা মানতেই হবে। শাহ ওলীউল্লাহ তাঁর জেহাদ চালিয়েছিলেন লেখনীর সাহায্যে, এবং তাঁর ভাবধারার বাস্তবরূপ দিতে চেষ্টা করেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিষ্য আমির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রকাশ্য প্রচার এবং অস্ত্রের সাহার্য্যে ছৈয়দ আহমদ (রঃ) এর এ আন্দোলনে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন তাঁরই দুই শিষ্য—মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ ও মৌলানা আবদুল হাই। আর ইসমাইল শহীদ শাহ ওলী উল্লাহরই পৌত্র এবং আবদুল হাই তাঁর দৌহিত্রা-জামাতা।

সুতরাং শাহ ওলীউল্লাহর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই যে তাঁরা তাঁদের এ সক্রিয় আন্দোলনে ঝেপে পড়েছিলেন একথা স্বীকার করতে হবে। আর শাহ ওলীউল্লাহ তাঁর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা'য় বলেছেন,

'It is necessary to give a warning in this place against these doctrines in the desert of which many intellects have gone astray, many foot steps have stumbled and many pens have poured abundantly (Two descisions on the right of Ahl-i-Hadis P 41)'

এ সব আকিদার বিরুদ্ধে এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে, কেননা এ সব মতবাদের মরিচীকায় বহু চিন্তাশক্তি পথ হারিয়েছে, বহু পদক্ষেপ হোচট খেয়েছে এবং বহু লেখনী অজস্র মসি ঢেলেছে (যা মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়ায় বাষ্প হয়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেছে অথবা মরুভূমির লু হাওয়ায় সেই মসিলিপ্ত বালুকারাশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে) * আহলে হাদীসের অধিকার সম্বন্ধে দুইটি রায়—পৃঃ ৪১। —ক্রমশঃ

* বন্ধনীর ভিতরকার অংশ শাহ ওলীউল্লাহর উক্তির ব্যাখ্যা, মৎপ্রদত্ত—লেখক।

———

www.ahlehadeethbd.org

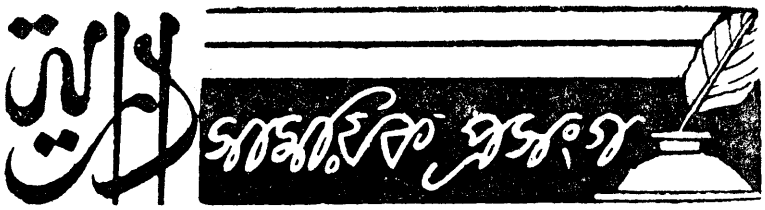

তুফান ও সয়লাব

পূর্ব পাকিস্তানে তুফান, ঘূর্ণিঝড় ও সয়লাব সাধারণ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বিগত কয়েক বছর হইতে এখানে এই বালা মুসীবত নাযিল হইতেছে, ফলে অসংখ্য জীবন হানি, বিপুল পরিমাণ শস্যক্ষয় এবং ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হইতেছে। এখানকার অধিবাসীগণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, অভাব অনটনে জর্জরিত এবং সদাশঙ্কিত ও আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। বছরের পর বছর এই যে ধ্বংসলীলা, ইহার সঠিক কারণ আজও উদ্ঘাটিত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট বড় বড় কমিশন নিয়োগ করিয়া এবং বহু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও রিপোর্ট লইয়াও আজ পর্য্যন্ত ইহার কুলকিনারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। প্লাবন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের কেহ কেহ বলেন, ইহার আসল কারণ প্রদেশের নদীনালাগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উহার গভীরতা কমিয়া যাওয়া। আবার কেহ বলেন, নদীগুলির উৎস মুখ ভরাট এবং সংকীর্ণ হইয়া যাওয়াই নাকি ইহার প্রধান কারণ এবং যেহেতু উহা ভারতে অবস্থিত তজ্জন্য ভারত সরকারের সহযোগিতা ছাড়া ইহার প্রতিকার করা অসম্ভব। ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসকে একদল প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু এই বিপদের উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্য কারণও যে থাকিতে পারে সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই এবং কেহই সে সম্বন্ধে একটুকুও মাথা ঘামান না।

পূর্ব পাকিস্তান কোন নবাবিষ্কৃত অঞ্চল নহে যা ইহা পাকিস্তানের জন্মের পর আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা একটা অতি প্রাচীন অঞ্চল ও যুগযুগান্ত হইতে ইহার অস্তিত্ব বহাল আছে এবং বহুকাল হইতে এই অঞ্চলের সহিত বহু দেশের নৌ যোগাযোগ চলিয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে চীন তথা পূর্বাঞ্চলীয় দেশ সমূহের এবং মধ্য প্রাচ্যের সহিত ইহার আদান প্রদান অতি পুরাতন। তারপর বহু শতাব্দী ব্যাপী ইহা পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত ইহা বৃটিশের শাসনাধীনেও অবস্থান করিয়াছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে আজিকার মত এত ঘন ঘন ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের রুদ্ররোষ ইহার উপর আপতিত হইতে দেখা যায় নাই। মোগল আমলে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল লিখিত 'আইনে আকবরী' গ্রন্থে একবারকার প্লাবনে চট্টগ্রামের 'মীরকাসরাই' বা মীরসরাই ধ্বংসের কথা লিপিবদ্ধ আছে। উহার দীর্ঘদিন পরে বৃটীশ আমলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্যার অরমুসবিগোর স্বীয় 'চিটাগাং' পুস্তকে এক প্লাবনের ধ্বংসলীলার কাহিনী লিখিয়া যান এবং উহার বিশ বছর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আর একবার প্লাবনের কথা জানা যায়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই ব্যবধান কমিয়া আসে ও ঘণ ঘণ ঝড়ঝঞ্ঝা, প্লাবন ও জলোচ্ছাস শুরু হয় এবং ১৯৪৭ সালে একবার ১৯৬০ সালে

www.ahlehadeethbd.org

দুইবার, ১৯৬১ সালে একবার ও ১৯৬৫ সালে দুইবার এবং বর্তমান ১৯৬৬ সালে একবার ঘূর্ণি-ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস আযাবে এলাহী-রূপে নামিয়া আসে। ইহা ছাড়া প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রায় সব নদীতেই প্রতিবছর প্লাবণ, মাঝে মাঝে ভয়াবহ ঝড়ঝঞ্ঝা ও জান মালের ভীষণ ক্ষতি সাধন করিয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ কি কেবল প্রকৃতির খেয়ালী লীলাখেলা না, অন্য কিছু? আমাদিগকে সেদিকের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে এবং প্রকৃত কারণ অনু-সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

আসুন আমরা নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখি এবং এই রহস্যের উদঘাটন করিয়া ইহাকে দূরীভূত ও প্রতিরুদ্ধ করার পন্থাও উপায় অবলম্বন করতঃ দেশের ও জাতির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দিকে মনোনিবেশ করি।

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দুনিয়ার বুকে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য—তাঁহার আদেশ নিষেধকে তাহাদের দ্বারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা। যাহারা স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করার অঙ্গীকার করিয়াছে তাহাদের মুসলিম নাম করণ করা হইয়াছে, আর যাহারা অঙ্গীকার করেন নাই তাহারা কাফির—অস্বীকার কারী। কাফিররা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই বলিয়া তাহারা 'পাপী ও গুনাহগার' কিন্তু মুসলমানরা দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উহা ভঙ্গ-করিলে তাহারা গুনাহগার হওয়ার সাথে সাথে বিদ্রোহীতেও পরিণত হইবে। অতএব বাগী বা বিদ্রোহীকে যেরূপ কাঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে তাহা কাহারও অজানা নাই।

বিগত উনিশ বছরে পাকিস্তানের মুসলিম রাষ্ট্র নায়কগণ এবং মুসলিমবর্গের কার্য্যকলাপ আর তাহাদের ক্রমশঃ ইসলামের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা চরম সীমা অতিক্রম করিয়া চলিতেছে এই অন্যায়াচারণের প্রতিবাদ স্বরূপই যে তাহা-দের উপর বালা নাযিল হইতেছে তাহাতে সন্দেহ পোষণ করার নাই।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে এই প্রকার বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে আযাব নাযিল করি-য়াছেন, এই আযাব পূর্ববর্তী নবীগণের কোন উম্মতের উপর ব্যাপকভাবে নাযিল করিয়া তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ এই যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর অনুরূপ ব্যাপক আযাব নাযিল করিবেন না, তবে তাহাদের উপর সময় সময় সীমাবদ্ধ সাময়িক আযাব প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন মাত্র। আল্লাহ বলিতেছেন, "এবং আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যেখানে জীবন ধারণের প্রাচুর্য্য ছিল, সেইসব বাসভবনগুলির মধ্যে নগণ্য সংখ্যক ছাড়া পুনরায় আবাদ হয় নাই এবং আমিই সেগুলির অধিকারী।" (আলকাসাস ৬ রূকূ)

যখন তাহাদের স্বোপার্জিত কাজের জন্য তাহাদের উপর মুসীবত আসিবে, তখন কি অবস্থা হইবে? (আন্নিসা ৯ রূকূ)

"তাহারা কি দেখে না? আমি তাহাদের পূর্বে এমন কত জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদেরকে যেভাবে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলাম সেরূপে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই।" (আলআনআম ১লা রূকূ)

আল্লাহ তায়ালার এই ধ্বংস কার্য্যের পিছনে সতর্কীকরণ ব্যতীত অন্য কোনই উদ্দেশ্য নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন, "যদি তোমরা শুকরগুযারী কর এবং বিশ্বাসী হও তবে তোমা-দের আযাব দিয়া আল্লাহ কি (লাভ) করিবেন? (আন্নিসা ২১ রূকূ)

ফলকথা এই যে, পাকিস্তানের কর্মকর্তা এবং অধিবাসীগণ যদি তদবীর ছাড়াও নিজেদের ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকলাপ হইতে খালিস অন্তঃকরণে তৌবা করিয়া সঠিক ভাবে ইসলামী নীতি ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই এইপ্রকার বালা মুসীবত হইবে নাজাত পাইবে অন্যথায় তাহারা যত প্রকারই চেষ্টা ও গবেষণা করুক না কেন, ইহা হইতে স্থায়ীভাবে মুক্ত পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলকে মুক্তির পথে পরি-চালিত করিয়া স্বীয় করুণা লাভের তওফীক এনায়েত করুন। আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মত চলার পরিণাম বড় ভয়াবহ, বরং ইহা ইলহাদ ও কুফরীর গর্তে ডুবিয়া থাকারই শামিল। *

হা—ওটা যে 'ওয়াজিব' তা আমরা দেখেছি, এ ছাড়া আর যা বলেছে তার মানে এই দাঁড়ায় যে, 'গায়র মোকাল্লেদ' যারা তারা সবাই খেয়াল-খুশীর দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, যদিও তারা নিজেদের হাদীছের অনুসারী বলে দাবী করছে, যেন মজহাবের কিতাব ছেড়ে দিয়ে হাদীছের দ্বারা চলতে যাওয়া মানেই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা, তা যদি হয়, তবে তাই আমি করতে চাই। আল্লাহর রসূলের সার্টিফিকেট (মানে শাফায়ত) আমার দরকার, দেওবন্দী আলেমদের সার্টিফিকেট না হলেও আমার চলবে। জানবার বাসনা হয়, মানুষকে হেদায়তের গণ্ডীর ভিতর রাখার এই অত্যাশ্চার্য্য ক্ষমতা মজহাবের ফেকাহর কেতাব সমূহ কোথায় পেল; যা আল্লাহর রসূলের হাদীছ করতে সক্ষম হল না? অথচ রসূল (দঃ) বলে গেলেন যে, কোরান-সুন্নাহ আকড়িয়ে ধর তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তোমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দোহাই দিচ্ছে, যেন পাক-ভারতের সমস্ত আহলে হাদীছ, পাপে পঙ্কে ডুবে আছে। শোনা ত যায় আমাদের পূর্বপাকিস্তানের আহলে হাদীছ সম্প্রদায়ই শরিয়তের উপর সঠিকভাবে কায়েম আছে। তাঁদের মধ্যেই নামাজ, রোজা, পর্দা ইত্যাদি অধিক পালিত হয়। এমন কি ধূম পানের ন্যায় একটি মকরূহের চর্চ্চাও তাঁদের মধ্যে কম। সামাজিক ব্যাপারেও নাকি তারা অধিক সৎ। আর্থিক ভাবেও নাকি তারা অধিক সঙ্গতি সম্পন্ন—অন্ততঃ যেখানে হানাফী আহলে হাদীস দুই সম্প্রদায়ই পাশাপাশি বাস করছে, সেখানে তুলনামূলক ভাবে ধর্মীয় এবং পার্থিব ব্যাপারে তাদেরকেই শ্রেষ্ঠতর বলে মনে হয়। আর হানাফী সমাজে যে সমস্ত শের্ক বেদাত—যেমন কবর পূজা, আধ্যাত্মিকতার নামে নাচ গান, নর্ত্তন, কুর্দন, আরও বহু অনাচার যা ভাল হানাফী আলেমরাও নাজায়েজ বলছেন, সে সব হতে আহলে হাদীছ সম্প্রদায় মুক্ত এবং হানাফী আলেমরা যে এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাও আহলে হাদীছ আন্দোলনের প্রভাবে—একথা "আকীদায়ে দেওবন্দেই" পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে:

(১) বিধর্মীদের প্রভাব হইতে পাক-ভারতকে মুক্ত করিয়া এদেশে ইছলামী নীতির ভিত্তিতে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে রায় বেরেলীর হজরত মৌলানা শাহ ছৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ) ও হযরত মৌলানা শাহ ইছমাইল (রহঃ) এর নেতৃত্বে জেহাদ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল— (ঐ, পৃষ্ঠা ২)

(২) অন্য একটি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, সমস্ত আছমানী ধর্ম বিকৃত ও পরিবর্তন করার মূলে ছিল একদল স্বৈরাচারী শাসক এবং একদল সার্থলোভী ধর্মজাযক। পাক-ভারতেও ইছলামের অবস্থা তাহাই হইতে চলিয়াছিল, বিধর্মী শাসকদের প্রভাব এবং বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থ শিকারীদের দ্বারা অনৈসলামিক কুসংস্কার সমূহ ইছলামের বিধি বিধানে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহতায়ালা যাহা রক্ষা করেন তাহা কোন না কোন উপায়ে রক্ষিত হয়।

* দেখুন: মোহাম্মদ ইউছুফ অনূদিত রইছুল মোহাদ্দেসীন হজরত আল্লামা খলীল আহমদ সাহেব মোহাজেরে মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহে প্রণীত "ওলামায়ে ইছলামের দৃষ্টিতে আকিদায়ে দেওবন্দ" পৃষ্ঠা: ৩৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্ভবতঃ আল্লাহতায়ালা হজরত শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) ও তৎ বংশধরগণকে পাক-ভারতের এই দুর্দিনে—বিশেষ ভাবে "আলেমগণই নবীগণের (আঃ) ওয়ারিস" হাদীছের মর্মানুযায়ী উক্ত কাজের জন্য নবী আলাইহিচ্ছালামের প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এদেশে প্রচলিত ইছালামের নামে অনৈসলামিক কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধে মুখে ও কলমে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেন। শাহ ওলীউল্লাহ মরহুম ও তাঁহার বংশধরগণের গুণাগুণ ও ইছলামের সেবামূলক কার্য্যাদির বর্ণনা দেওয়া আমার মত কাঁচা লোকের কাজ নহে (ঐ, পৃঃ ৩)।

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী ও তৎ বংশধরগণ এদেশে নবীর ওয়ারিসের কাজ করেছিলেন সে কথা মানতেই হবে। শাহ ওলীউল্লাহ তাঁর জেহাদ চালিয়েছিলেন লেখনীর সাহায্যে, এবং তাঁর ভাবধারার বাস্তবরূপ দিতে চেষ্টা করেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিষ্য আমির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী প্রকাশ্য প্রচার এবং অস্ত্রের সাহার্য্যে ছৈয়দ আহমদ (রঃ) এর এ আন্দোলনে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন তাঁরই দুই শিষ্য—মৌলানা মোহাম্মদ ইসমাইল শহীদ ও মৌলানা আবদুল হাই। আর ইসমাইল শহীদ শাহ ওলী উল্লাহরই পৌত্র এবং আবদুল হাই তাঁর দৌহিত্রা-জামাতা।

সুতরাং শাহ ওলীউল্লাহর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েই যে তাঁরা তাঁদের এ সক্রিয় আন্দোলনে ঝেপে পড়েছিলেন একথা স্বীকার করতে হবে। আর শাহ ওলীউল্লাহ তাঁর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা'য় বলেছেন, 'It is necessary to give a warning in this place against these doctrines in the desert of which many intellects have gone astray, many foot steps have stumbled and many pens have poured abundantly (Two descisions on the right of Ahl-i-Hadis P 41)'

এ সব আকিদার বিরুদ্ধে এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে, কেননা এ সব মতবাদের মরিচীকায় বহু চিন্তাশক্তি পথ হারিয়েছে, বহু পদক্ষেপ হোচট খেয়েছে এবং বহু লেখনী অজস্র মসি ঢেলেছে (যা মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়ায় বাষ্প হয়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেছে অথবা মরুভূমির লু হাওয়ায় সেই মসিলিপ্ত বালুকারাশি বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে) * আহলে হাদীসের অধিকার সম্বন্ধে দুইটি রায়—পৃঃ ৪১। —ক্রমশঃ

* বন্ধনীর ভিতরকার অংশ শাহ ওলীউল্লাহর উক্তির ব্যাখ্যা, মৎপ্রদত্ত—লেখক।

———

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৬

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা ঢাকা

মার্চ মাস—১৯৬৬

আদায় মারফত মওঃ আবুল কাছেম রহমানী সাহেব

১। আলহাজ মোহাঃ জালিনুস ৬১নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৫০৲ ২। মোহাঃ সওকত আলী মিঞা ফ্রেঞ্চ রোড যাকাত ২৫৲ ৩। আবদুল হামীদ বেপারী হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০০৲ ৪। হাজী আবদুররহিম মিঞা নওয়াব ইউসোফ রোড যাকাত ২০০৲ ৫। আবদুর রহমান মিঞা ৪১নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ৩০৲ ৬। আবুবকর বেপারী (বাকু মিঞা) হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১৫৲ ৭। মোহাঃ মহিবুর রহমান কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ৮। মোহাঃ আবদুল হক বেপারী মারফত মোহাঃ সিরাজুল হক ১০৫ নং নাজিরা বাজার যাকাত ১০০৲ ৯। মোহাঃ আবদুস সালাম বেপারী ৬ নং হাজী আঃ রশিদ লেন যাকাত ৫০৲ ১০। মোহাঃ আবদুর রহমান বিন মুন্‌শী মোহাঃ আল্লাহ রাখ্‌খা ২৩ নং যোগীনগর যাকাত ২০৲ ১১। হাজী মোহাঃ আওলাদ হোসেন, হাইড মার্চেন্ট পোস্তা যাকাত ১০০৲ ১২। আবদুর রসিদ মিঞা হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ১০০৲ ১৩। মোহাঃ সালেম সাহেব ২৫০/৪ বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ১৪। মোহাঃ মহসেন মিঞা ২৬ নং সিকাটুলি লেন যাকাত ১০৲ ১৫। মোহাঃ আইনুদ্দিন মিঞা ২৮ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ১০৲ ১৬। হাজী হেলাল উদ্দিন কণ্ট্রাক্টর ২২ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২০০৲ ১৭। মোহাঃ আবদুর রউফ মিঞা ও আলিমুল্লাহ মিঞা ১০৫ নং নাজিরা বাজার যাকাত ৩০০৲ ১৮। আবদুল হালিম বেপারী ১৮নং হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ৫৲ ১৯। হাজী মোহাঃ শফিক ৯২ নং পোস্তা রোড যাকাত ১০০৲ ২০। হাজী মোহাঃ আশরাফ পোস্তা যাকাত ১০০৲ ২১। মৌঃ মোঃ ইয়াকুব পোস্তা যাকাত ১০৲ ২২। হাজী মাহবুব এলাহী পোস্তা যাকাত ১০০৲ ২৩। হাজী শেখ দীন মোহাম্মদ পোস্তা যাকাত ১০০৲ ২৪। আবদুর রহমান কণ্ট্রাক্টর ওরফে আবদুল্লাহ মিঞা ৯৬ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২৫৲ ২৫। মোহাঃ এনায়েত আলী নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫৲ ২৬। হাজী মোহাঃ মিয়া চান্দ ৯নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫০৲ ২৭। মোহাঃ আবদুর রহমান ২৯ নং হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ২৫৲ ২৪। হাফেয মোহাঃ ওমর হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ১২৲ ২৯। হাজী মোহাঃ মজহারুল হক ২০ নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ৩০। আমীন ব্রাদার্স নলগোলা যাকাত ১০০৲ ৩১। সেঠ মোহাঃ শফি সাহেব সায়েস্তা খান রোড যাকাত ২০০৲ ৩২। শেখ মোহাঃ মঞ্জুর এলাহী পোস্তা যাকাত ৫০৲ ৩৩। মোঃ রফিক সাহেব যাকাত ৫০৲ ৩৪। হাজী মোহাঃ আলফাত মিঞা ২৩ পুরান হাটখোলা

www.ahlehadeethbd.org

রোড যাকাত ১০০৲ ৩৫। হাফেয মোহাঃ ইসমাঈল ২ নং মিটফোর্ড রোড যাকাত ১০০৲ ৩৬। মোহাঃ আহসানুল্লাহ সোনার ৩০নং সিদ্দিক বাজার যাকাত ১০৲ ৩৭। মোহাঃ জুম্মুন বেপারী, হাজী উসমান গণী রোড যাকাত ১০৲ ৩৮। হাজী আবদুর রহিম ৪২ ১ হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ৭৫৲ ৩৯। রউফ ব্রাদার্স ৬৫নং নর্থ ব্রুক হল যাকাত ৩০০৲ ৪০। মোহাঃ ইসমাঈল মাপারা সাহেব ৫৭/৫৮ নওয়াবপুর রোড যাকাত ৩০০৲ ৪১। মোহাঃ ওমর আলম ৮০নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৩০৲ ৪২। হাজী মোহাঃ ভোলা মিঞা ৪১নং হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ৫০৲ ৪৩। মোহাঃ আশরাফ আলী মিয়া কন্ট্রাক্টর নাজিরা [illegible] লেন যাকাত ৫০৲ ৪৪ মোহাঃ নওয়াব [illegible] ১২ [illegible] বাজার লেন যাকাত [illegible]০৲ [illegible] c/o [illegible] আবদুল [illegible] ১০[illegible]নং [illegible] লেন যাকাত ১০০৲ ৪৬। মোহাঃ শাহ আলম মিঞা ৮০নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ১০৲ ৪৭। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ১১নং নাজিরা বাজার লেন এককালীন ২৲ ৪৮ মওঃ আবদুল করিম এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার যাকাত ১৫৲ ৪৯। মৌঃ মোহাঃ শামছুল হুদা আঃ সরকার লেন যাকাত ৮০৲ ৫০। মোহাঃ নূরুদ্দিন (ওরফে সুবা মিঞা) মালিটোলা রোড এককালীন ৫৲ ৫১। হাজী মোহাঃ আতীকুল্লাহ সাহেব হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ২৫৲ ৫২। মোহাঃ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লি বংশাল জামে মসজিদ যাকাত ১০৲ ৫৩। মওঃ মোহাঃ শামছুল হক সলফী ক্যাশিয়ার জমঈয়তে আহলেহাদীস ২০নং বংশাল রোড যাকাত ১০০৲ ৫৪। মোহাঃ ফারুক সওদাগর সাহেব লেদার মার্চেন্ট ২২৩নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ৫৫। মোহাঃ সামিউল্লাহ বেপারী ৯৯নং বংশাল রোড যাকাত ১৫৲ ৫৬। মোহাঃ রহমতুল্লাহ বেপারী ১০৩নং নাজিরা বাজার যাকাত ৫৲ ৫৭ আলহাজ মোহাঃ আওলাদ হোসাইন নাজিরা বাজার লেন যাকাত ১০০০৲ ৫৮। আলহাজ মোহাঃ আবদুল ওয়াহাব সেক্রেটারী, মাদরাসাতুল হাদীস যাকাত ৭০০৲ ৫৯। মোহাঃ আবদুর রহিম বেপারী ৮৯নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ৬০। আবদুর রউফ সাহেব সুরিটোলা অজ্ঞাত ১০৲ ৬১। মৌঃ মোহাঃ আলাউদ্দিন ৩৮/৩ কাযী আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ৫৲ ৬২। মোহাঃ আবদুস আযিয মিঞা ১৯২নং বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ৬৩। মোহাঃ মফিজউদ্দিন ৫৫নং বংশাল রোড যাকাত ৫৲ ৬৪। মোহাঃ আবদুস সালাম ৬৬নং মালিটোলা রোড যাকাত ১০৲ ৬৫। মোহাঃ এমদাদউদ্দিন ২৫নং নবাবগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৬৬। মোহাঃ আতীকুল্লাহ কন্ট্রাক্টর ৫নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২৫৲ ৬৭। হাফেয মোহাঃ হাসান সাহেব হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ৬৮। আলহাজ মোহাঃ হেলাল উদ্দিন নাজিরা বাজার লেন যাকাত ২০৲ ৬৯। মোহাঃ আবদুস সবুর (ওরফে বাদশাহ মিঞা) ১৮০নং বংশাল রোড যাকাত ২৫৲ ৭০। মোহাঃ আবদুল আওয়াল বেপারী হাজী আঃ রসিদ লেন যাকাত ২৫৲ ৭১। আলহাজ মুখলেছুর রহমান ৫৫নং বংশাল রোড যাকাত ১০০৲ ৭২। আলহাজ মোহাঃ হাসির উদ্দিন মালিবাগ যাকাত ১০৲ ৭৩। আলহাজ মোহাঃ এবরাহিম মালিবাগ যাকাত ১০৲ ৭৪। মুন্সী মোহাঃ আবদুদ্দিন মিঞা ৩৫নং খাজে দেওয়ান রোড ফিৎরা ১০৲ ৭৫। মোহাঃ আবদুল কাদের মিঞা ১২২নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ৭৬। মোহাঃ ইদু মিঞা হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ১০৲ ৭৭। মৌঃ আবদুল মালেক হাজী আঃ রশিদ লেন যাকাত ১৫৲ ৭৮। মোহাঃ সালাহুদ্দিন ৯১নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫৲ ৭৮। আবদুল মালেক নাগী ৯নং ওয়াইজ ঘাট যাকাত ৩৫'৬৫ ৮০। মোহাঃ জামাল উদ্দিন মিঞা ৯৪নং কাযী আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ১'৭৮ ৮১। মোহাঃ আবেদ হোসেন মাদরাসাতুল হাদীস ফিৎরা ১'৭৮ ৮২। মোহাঃ সোহরাব মিঞা ৪১নং

www.ahlehadeethbd.org

হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ৮৩। আবদুল মান্নান ৩৫নং হাজী আঃ সরকার লেন যাকাত ২০৲ ৮৪। মোহাঃ আবদুর রউফ বেপারী নাজিরা বাজার লেন ফিৎরা ৫৲ ৮৫। আবদুল হামীদ বেপারী হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন ফিৎরা ১০৲ ৮৬। হাজী মোহাঃ ইন্তাজউদ্দিন সাং বমি যাকাত ২০৲ ৮৭। আলহাজ মোহাঃ মযহারুল হক ২০নং বংশাল রোড ফিৎরা ২৫৲ ৮৮। মৌঃ আবদুর রউফ মারফত মৌঃ মোহাঃ মুজাম্মেল হক নাজিরা বাজার এককালীন ৩৲

আদায় মার্ফত মওলবী মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন বি, এ, সাহেব নারায়ণগঞ্জ

৮৯। মোহাঃ ইসমাইল সাহেব হাসান বস্ত্রালয় যাকাত ৫৲ ৯০। মোহাঃ নবীরউদ্দীন ভূয়া, হাসান বস্ত্রালয় যাকাত ১৲ ৯১। মোহাঃ আবুবের রহমান, হাসান বস্ত্রালয় যাকাত ৩৲ ৯২। মেসার্স অখিলউদ্দিন টানবাজার যাকাত ১৫৲ ৯৩। মৌঃ রুকুনউদ্দিন আহমদ কে, বি, সাহা রোড ফিৎরা ১০৲ ৯৪। মোহাঃ গিয়াছউদ্দিন আহমদ ফিৎরা ৪৲ ৯৫। আলহাজ মোহাঃ রফিকউদ্দিন ভূঞা যাকাত ১০০৲ ৯৬। মওলবী মোহাঃ মীযানুর রহমান বি, এ, বি টি ফিৎরা ২'৫০ ৯৭। আলহাজ মোহাঃ নান্নু মিয়া টোবাকো পট্টি যাকাত ২৫৲

আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাঃ তাজউদ্দিন সাহেব সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৯৮। মোহাঃ জয়েন উদ্দিন বেপারী শরিফবাগ ফিৎরা ২৲ যাকাত ৩৲ ৯৯। মোহাঃ আইনউদ্দিন মোল্লা শরিফবাগ জামাত হইতে ফিৎরা ১৬৲ ১০০। মোহাঃ জুবখণ সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১০১। মোহাঃ মফিষ উদ্দিন সাহেবের জামাত হইতে সাং আশুলিয়া ফিৎরা ১৲ ১০২। মোহাঃ হাফেষ উদ্দিন সাহেবের জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১০৩। হাজী মোহাঃ সাফাতুল্লাহ সাহেবের জামাত ইকুরিয়া নদীপাড় হইতে ফিৎরা ৫৲ ১০৪। ইকুরিয়া জামাত হইতে মৌঃ মোহাঃ তাজউদ্দিন সাহেব ফিৎরা ৮৮৲

আদায় মার্ফত মওলবী রইসুদ্দিন আহমদ সাহেব কে, বি, সাহা রোড নারায়ণগঞ্জ

১০৫। ও কে ব্রাদার্স মাধবদি বাজার যাকাত ১০০৲ ১০৬। মোহাঃ গোলজার হোসেন পাঁচরুখী যাকাত ৫৲ ১০৭। মোহাঃ নুরু মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১০৮। লাল মোহাম্মদ মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১০৯। আবদুশ শুকুর মিঞা ঠিকানা ঐ ২৲ ১১০। আলহাজ এ, কে, শামছ উদ্দিন আহমদ নুতন বাটি পোঃ পাঁচরুখী যাকাত ৫৲ ১১১। আবদুল হক পাঁচরুখী যাকাত ২০৲ ১১২। আবদুল মালেক মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১১৩। আহমদ আলী মিঞা বাটি যাকাত ১০৲ ১১৪। মোহাঃ ইউসোফ আলী ফকির পাঁচরুখী যাকাত ১০০৲ ১১৫। মোহাঃ রমিজ উদ্দিন বাটি এককালীন ১৲ ১১৬। আবু সাঈদ মোহাঃ আবদুররউফ পুরিন্দা বাজার যাকাত ১৫৲ ১১৭। আলহাজ মোহাঃ ফয়জুদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ১১৮। আবদুল জব্বার মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৪০৲ ১১৯। মোহাঃ সিদ্দিক মুন্সী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১২০। মোহাঃ হযরত আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১২১। আলহাজ আবদুল জব্বার মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১২২। মোহাঃ মিযানুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১২৩। আবদুশ সালাম ভূঞা পুরিন্দা বাজার এককালীন ১৲ ১২৪। মোহাঃ লুৎফর রহমান ঠিকান ঐ যাকাত ৫৲ ১২৫। মৌঃ মোহাঃ রইছুদ্দিন সাং পাঁচগাঁও পোঃ এম পাঁচগাঁও ফিৎরা ৬১৲ ১২৬। আলহাজ আবু ছিদ্দিক ভূঞা পাঁচরুখী বাজার এককালীন ১৲ ১২৭। মোহাম্মদ আলী মোল্লা এবং মোহাঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা বাটি জামাত হইতে ফিৎরা ২১৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মণি অর্ডারযোগে ও আফিসে প্রাপ্ত

১২৮। মওঃ মোহাঃ আদমউদ্দিন এম, এ, ৯নং ময়মনসিংহ রোগ ফিৎরা ৩৲ ১২৯। ঝাউবাঁচা শাখা জমঈয়ত হইতে মার্ফত মুন্‌শী আবদুস সবুর পোঃ কালামপুর ফিৎরা ১২৲ ১৩০। মোহাঃ লালু মুন্‌শী পোঃ ধামরাই যাকাত ২'৫০ ১৩১। মোহাঃ আবদুল কাদের সরকার সাং কালাচাঁদপুর পোঃ ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট যাকাত ৫৲ ১৩২। কালাচাঁদপুর শাখা জমঈয়ত হইতে মার্ফত মোহাঃ আবদুস সোবহান ফিৎরা ৫৲ ১৩৩। মওলবী মোহাঃ আবদুল কাদের কাষীরবাগ, বিয়াব কুরবানী ১৲

যিলা ময়মনসিংহ

মণি অর্ডারযোগে ও আফিসে প্রাপ্ত

১। খন্দকার আবদুল মতিন সাং আকালু পোঃ নিকরাইল ফিৎরা ২৲ ২। মোহাঃ আকেস আলী মিঞা সাং বাড্ডাবাড়ী পোঃ কোক্‌ডহরা এককালীন ২৲ ৩। মোহাঃ আবুল হোসেন সাং কালিয়ান পোঃ কাউলজানী ফিৎরা ১০৲ ৪। ময়মনসিংহ যিলা জমঈয়ত হইতে সদর দফতরের প্রাপ্য অংশ মার্ফত জেঃ সেক্রেটারী মোঃ আবদুর রহমান সাহেব ১০০৲ ৫। মোহাঃ আবদুস সাত্তার খান কাঞ্চনপুর সভায় আদায় ৪'৭০।

যিলা পাবনা

আফিসে ও মণিঅর্ডারে প্রাপ্ত

১। ঘোরালকান্দি জামাত হইতে মার্ফত মুন্‌শী মোহাঃ ফজলুর রহমান পোঃ স্থল ফিৎরা ৪৫৲ ২। আমজাদ হোসেন মিঞা সাং ঠেঙ্গামারা পোঃ চালুহারা ফিৎরা ৩৲ ৩। মির্জাপুর আহলেহাদীস জামাত হইতে মার্ফত মোঃ আবদুল হাকীম মির্জা পোঃ করশালিকা ফিৎরা ৭৲।

আদায় মার্ফত মওলানা মওলা বখ্‌শ নদভী

৪। মওঃ মওলা বখ্‌শ নদভী অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জমঈয়তে আহলেহাদীস ফিৎরা ৩৲ ৫। গোবিন্দা জামাত হইতে মার্ফত আহমাদ আলী প্রাং ফিৎরা ৫৲ ৬। কৃষ্ণপুর জামাত হইতে মার্ফত মৌঃ খবির উদ্দিন আহমদ ফিৎরা ২৫৲ ৭। আটুরা পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ সৈয়দ আলী খান ফিৎরা ২০৲ ৮। আটুরা জামাত হইতে মোহাঃ মজহার আলী শেখ ফিৎরা ২০৲ ৯। শেখ মৌলবী মোহাঃ ওয়াজেদ আলী ফিৎরা ৩৲ ১০। রাঘবপুর জামাত হইতে মার্ফত মাহমাদ আলী মোল্লা ও মোহাঃ লোকমান আলী শেখ ফিৎরা ৩৬৲।

যিলা রাজশাহী

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মজিবর রহমান c/o মোহাঃ আয়েন উদ্দিন মাধনগর ফিৎরা ৯'১০ ২। মোহাঃ আবদুর রহমান মোল্লা সাং গোনাইহাটী দারোয়া ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন শাহ সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়ালকান্দি ফিৎরা ১৮৲ ৪। খন্দকার আবদুর রহমান সাং ও পোঃ মুণ্ডমালা ফিৎরা ৬৲ ৫। মোহাঃ কশিম উদ্দিন বিশ্বাস সাং শিমুলডাঙ্গা পোঃ আইহাই ফিৎরা ১৪৲।

আদায় মার্ফত

মওলানা মওলা বখ্‌শ নদবী

অর্গানাইজিং সেক্রেটারী,

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ

৬। আলহাজ মোহাঃ সাইফুদ্দিন বিশ্বাস নামো শঙ্করবাটী যাকাত ৫৲ ৭। মোহাঃ নজিম উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৮। মোহাঃ আহসান আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৯। মোহাঃ তমছুর উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ১০। মোহাঃ এব্রাহিম বিশ্বাস ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১১। নাকোশকর বাটী (মাউড়ী) জামাত হইতে উশর ৩৮৲ ১২। মোমেনা খাতুন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ১৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আলহাজ মোহাঃ এসহাক সরদার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৪। আলহাজ মৌঃ আহমাদ আলী নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৪৲ ১৫। ইদ্রিস আহমাদ মিঞা নামোশঙ্করবাটী যাকাত ২৫৲ ১৬। মোহাঃ আমজাদ মণ্ডল ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৭। মোহাঃ আরশাদ আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ যাকাত ২১৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ দিদার বখশ মোল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ১১৲ ১৯। নামোশঙ্করবাটী জামাত হইতে মার্ফত হাজী মোহাঃ দিদার বখশ উশর ৩১'৭৫ ২০। আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ২১। মোহাঃ এসরাঈল পাইকার সাং আঙ্গারিয়া পাড়া উশর ৫৲ ২২। আলহাজ মোহাঃ আবদুল জব্বার সাং আঙ্গারিয়া পাড়া উশর ১০৲ ২৩। আলহাজ মোঃ ইমাজুদ্দিন মণ্ডল সাং আঙ্গারিয়া পাড়া পোঃ নামোশঙ্করবাটী উশর ২৲ ২৪। আলহাজ মোহাঃ আনিসুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ২৫। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ এজাজুদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ২৬। আলহাজ মোহাঃ আবদুল আজিজ ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ২৭। আলহাজ মোহাঃ আমীন ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ২৮। মোহাঃ তাহ্‌ফুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ২৯। আবদুর রহমান মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৩০। মোহাঃ আবদুল গণী হেলালপুর জামাত হইতে উশর ৩০৲ ৩১। মোহাঃ আজহার আলী আঙ্গারিয়া পাড়া উশর '৫০ ৩২। মোহাঃ হাসান সাহেব ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৩৩। মোসাম্মাৎ রৌশন বেওয়া ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৩৪। মোহাঃ শোয়ায়েব আলী ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৩৫। মৌঃ মোহাঃ মহসেন আলী আঙ্গারিয়া পোঃ নামোশঙ্করবাটী উশর ২৲ ৩৬। মোহাঃ মনসুর আলী ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৩৭। মোহাঃ ইসলামুদ্দিন ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৩৮। মোহাঃ সাইদুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৩৯। মোহাঃ সোলায়মান মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর '৫০ ৪০। মোহাঃ আনিসুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৪১। মোহাঃ মহসেন আলী ঠিকানা ঐ উশর '২৫ ৪২। আজিজুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৪৩। মোহাঃ এরসাদ আলী ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৪৪। মসিমুন্নেছা ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৪৫। মোহাঃ আমজাদ আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৪৬। মোহাঃ রোস্তম আলী ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৪৭। গোলে নূর বিবি উশর ১৲ ৪৮। মাষ্টার ডি, এম, খোদাদাদ মণ্ডল আঙ্গারিয়া পাড়া পোঃ শঙ্করবাটী উশর ৫'৫০ ৪৯। মোহাঃ মিঠু মণ্ডল আঙ্গারিয়া পাড়া পোঃ নামোশঙ্করবাটী উশর ৬'৫০ ৫০। নূর মোহাম্মদ নামো রাজারামপুর যাকাত ১০৲ ৫১। শাহ মোহাম্মদ নামো রাজারামপুর যাকাত ১০৲ ৫২। আলহাজ মোহাঃ খলিলুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৫৩। মুন্‌শী আবদুর রহিম ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৫৪। মোহাঃ মুমতাজ উদ্দিন সাং চরাগ্রাম পোঃ নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ৩৲ ৫৫। খোশ মোহাম্মদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৫৬। আলহাজ মোহাঃ ইসমাঈল মণ্ডল সাং বড়িপাড়া ফিৎরা ১৲ ৫৭। আলহাজ মোহাঃ তৈয়ব আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৫৮। মোহাঃ আনিছুর রহমান মোল্লা ফিৎরা ২৲ ৫৯। মোহাঃ আরশাদ আলী সাং সুন্দরপুর পোঃ চিথলিয়া ফিৎরা ১৲ ৬০। মৌঃ মোহাঃ আবদুল গণী সাং হেলালপুর ফিৎরা ৫৲ ৬১। মোহাঃ শেয়ায়েব আলী বাগান পাড়া নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ১৲ ৬২। মোহাঃ আবদুস সাত্তার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৬৩। মোহাঃ তফিযুল মোল্লা সাং হেলালপুর ফিৎরা ১৲ ৬৪। মোহাঃ আকরম উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৬৫। মৌঃ নূর মোহাম্মদ সাহেব চরাগ্রাম ফিৎরা ৬৲ ৬৬। মোহাঃ আবুল বারাকাত ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৬৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুস সাত্তার মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৬৮। আলহাজ মোহাঃ এমাজুদ্দিনমণ্ডল ও মৌঃ মোহাঃ শোয়েব আলী পাইকার সাং নয়ান সুকা ফিৎরা ২৲ ৬৯। মোহাঃ ইসমাঈল মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ৭০। নূর মোহাম্মদ মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৭১। আলহাজ আনিছুর রহমান মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৭২। মোহাঃ জহাক মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৭৩। মৌলবী মোহাঃ জালালুদ্দিন সাং হেলালপুর ফিৎরা ১০৲ ৭৪। মোহাঃ আবদুল গফুর মাওড়ী পোঃ নামো শঙ্করবাটী ফিৎরা ১৲ ৭৫। মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী মণ্ডল সাং টিকরামপুর পোঃ নওয়াবগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৭৬। মোহাঃ তোফাজ্জল হক মাষ্টার বাগানবাড়ী এককালীন ১৲ ৭৭। মোহাঃ আবদুল গণী সাং হেলালপুর এককালীন ১৲ ৭৮। মোসাম্মাৎ ফাতেমা খাতুন সাং হেলালপুর এককালীন ১৲ ৭৯। মোসাম্মাৎ তরেজাননেছা বিবি স্বামী মোহাম্মদ সিরাজুল হক সাং বাসুদেবপুর এককালীন ২৲ ৮০। মার্ফত মওঃ

www.ahlehadeethbd.org

সুজাউদ্দিন রহমানী সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর উশর ১৫'৫০ ৮১ মোহাঃ আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৮২। মাষ্টার আবু হোসেন ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৮৩। মোহাঃ আরশাদ আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ৩৲ ৮৪ মুঃ মোহাম্মদ নিজপাড়া জামাত হইতে সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর উশর ১৪৲ ৮৫। মওঃ মোহাঃ মহিউদ্দিন সলফী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ৮৬। মোহাঃ মহসীন আলী লস্করহাটি পোঃ ঐ উশর ১৲ ৮৭। আবদুস সামাদ সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর উশর ১৲ ৮৮। মোহাঃ নসিহতুল্লাহ মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৮৯। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর উশর ২৲ ৯০। মোহাঃ মহসিন আলী ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৯১। বাসুদেবপুর জামাত হইতে মারফত মৌঃ মোহাঃ ইদ্রিস উশর ৮৲ ৯২। মোহাঃ আলতাফ হোসেন ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৯৩। আবুল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৯৪। মোহাঃ মঈনুল ইসলাম ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৯৫। মৌঃ মোহাঃ এমরান আলী ঠিকানা ঐ উশর ২৲ ৯৬। মৌঃ মোহাঃ তালাতুফ হোসেন ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ৯৭। মোহাঃ আফছার আলী সাং ডেমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর উশর ৫৲ ৯৮ মোহাঃ হাবীবুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ৯৯। মোহাঃ আযিযুর রহমান ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ১০০। হাজী মোহাঃ তাহের উদ্দিন বিশ্বাস কাশিমপুর উশর ২০৲ ১০১। হাজী মোহাঃ মজিদুল্লাহ মণ্ডল সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর উশর ৭৲ ১০২। মোহাঃ নাজির উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১১'২৫ ১০৩। মোহাঃ এবাদার হোসেন ঠিকানা ঐ উশর ২৮৲ ১০৪। মোহাঃ উসমান আলী সরকার সাং ঘন শ্যামপুর পোঃ বাসুদেবপুর উশর ২৩'৬২ ১০৫। মোহাঃ সাজ্জাদ আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১০৬। জনৈক ব্যক্তি মাঃ আনওয়ার হোসেন ঠিকানা ঐ এককালীন ২'৭৫ ১০৭। মোহাঃ বেলায়েত আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ১৬৲ ১০৮। মোহাঃ মহিউদ্দিন বিশ্বাস সাং গোদাগাড়ী যাকাত ৫৲ ১০৯। মোহাঃ এব্রাহিম মণ্ডল সাং ও পোঃ গোদাগাড়ী উশর ১৫৲ ১১০। মোহাঃ সামছুদ্দিন সাং উজানপাড়া পোঃ গোদাগাড়ী এককালীন ২৲ ১১১। মোহাঃ আলী মোল্লা এককালীন ২৲ ১১২। মওঃ মোহাঃ তাবারক উল্লাহ সাং দাস্তানাবাদ পোঃ পুঠিয়া এককালীন ৫৲ ১১৩। দাস্তানাবাদ জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ তাবারক উল্লাহ সাহেব ফিৎরা ২০৲ ১১৪। গাজির পাড়া ও খুটির পাড়া জামাত হইতে মওঃ মোহাঃ বছির উদ্দিন পোঃ বানেশ্বর ফিৎরা ২৫৲ ১১৫। মওঃ মোহাঃ শামছুল হুদা সাং বাদুরিয়া পোঃ জামিরা এককালীন ৫৲ ১১৬। মওঃ মোহাঃ আযিম উদ্দিন আজহারী সাং বাদুড়িয়া পোঃ জামিরা ফিৎরা ১০৲ ১১৭। জামিরা জামাত হইতে ফিৎরা ২০৲ ১১৮। মওঃ মোহাঃ মতিউর রহমান নওয়াবগঞ্জ সভার আদায় ৪৲ ১১৯। মওঃ মোহাঃ সুজাউদ্দিন বাসুদেবপুর ফিৎরা ৭৲ ১২০। শ্যামপুর দক্ষিণপাড়া জামাত হইতে আবদুল আজিম এককালীন ২০৲ ১২১। শ্যামপুর মৌলবী পাড়া জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ রফাতুল্লাহ ফিৎরা ৫০৲ ১২২। মোহাঃ শফিকুযযোহা মিঞা সাং কাজিরগঞ্জ যাকাত ৫০০৲ ১২৩। আলী নগর জামাত হইতে মারফত আলহাজ মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন পোঃ রহনপুর ফিৎরা ২৫৲ ১২৪। আবদুল জলিল, রাজা বাড়ী পোঃ রহনপুর এককালীন ২৲ ১২৫। মোছাম্মাৎ সালেহা খাতুন, শ্যামপুর পোঃ রহনপুর এককালীন ২৲ ১২৬। মৌঃ মোঃ রোস্তম আলী, রাজাবাড়ী পোঃ রহনপুর এককালীন ১৲ ১২৭। মোহাঃ মফর্ত আলী মণ্ডল সাং ব্রজনাথপুর পোঃ রহনপুর এককালীন ৫৲ ১২৮। শ্যামপুর জামাত হইতে মারফত মওঃ মোহাঃ আহসানুল্লাহ সাং ও পোঃ ঐ ফিৎরা ১৫৲ ১২৯। মোছাম্মাৎ দারা খাতুন বিবি ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১৩০। মোছাম্মাৎ জাহানারা বেগম ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ১৩১। মাষ্টার আবদুল কুদ্দুছ ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৩২। মোহাঃ সিরাজুদ্দিন বিন মোহাঃ হায়দার আলী সাং আলীনগর পোঃ রহনপুর এককালীন ১০৲ ১৩৩। মাষ্টার মোহাঃ ইয়াহইয়া সাং মকরমপুর পোঃ রহনপুর এককালীন ১০৲ ১৩৪। মুন্সী মোহাঃ তাফযযল হোসেন সাং বাদাপাড়া পোঃ রহনপুর এককালীন ১০৲ ১৩৫। মুন্সী মোহাঃ বেলাল উদ্দিন এবনে মোহাঃ ইসমাঈল সাং আলীনগর পোঃ রহনপুর এককালীন ১০৲ ১৩৬। মোহাঃ দাউদ মণ্ডল সাং নাজেরাবাদ পোঃ ঐ অন্যান্য ১০৲ ১৩৭। মৌঃ মোহাঃ আযিযুর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৩৮। মুন্সী মোহাঃ সিরাজউদ্দিন সাং গোমস্তাপুর ফিৎরা ৫৲ ১৩৯। মাষ্টার আবদুল কাদের সাং গোমস্তাপুর এককালীন ২৲ ১৪০। মৌঃ মোহাঃ একরামুল হক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বি, এ, ফিৎরা ২০৲ ১৪১। প্রেসিডেন্ট গোমস্তাপুর বালুক গ্রাম এলাকা জমঈয়ত মুন্‌শী মোহাঃ মুছা ফিৎরা ৪০৲ ১৪২। মোহাঃ সাজ্জাদ আলী মুন্‌শী নওদিয়ারী পোঃ গোমস্তাপুর ফিৎরা ৫৲ উশর ৫৲ ১৪৩। মওঃ আবদুস সোবহান সাং নাওদিয়ারী পোঃ ঐ এককালীন ৫৲ ১৪৪। মোঃ এসরুদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ১৪৫। মোহাঃ আইয়ুব আলী মোল্লা ঠিকানা ঐ অন্যান্য ৫৲ ১৪৬। মোহাঃ সিরাজুদ্দিন সরদার সাং রসুলপুর পোঃ চাদপুর মারফত মওঃ আবদুস সোবহান গোমস্তাপুর ফিৎরা ৫৲ ১৪৭। মওঃ মোহাঃ ইউসোফ গোমস্তাপুর ফিৎরা ২৲ ১৪৮। মওঃ মোহাঃ মনছুর পোঃ রহনপুর এককালীন ১০৲ ১৪৯। ওয়ায়েজ উদ্দিন আহমদ বি, এ, এককালীন ২৲ ১৫০। হাজী মোহাঃ উসমান সরদার সাং নওয়াপাড়া এককালীন ৫৲ ১৫১। মোহাঃ এসহাক আলী সাং ও পোঃ বোয়ালিয়া এককালীন ৫৲ ১৫২। হাজী মোহাঃ হাসান আলী সাং ভাতুরিয়া পোঃ রহনপুর ফিৎরা ১৫৲ ১৫৩। হাজী মোহাঃ খোশবর আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ১৫৪। ভাতুরিয়া সভার সংগৃহীত পোঃ মহনপুর ৪৫৲ ১৫৫। মওঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ সাং সেন্দুরী পোঃ মহনপুর এককালীন ৬৲ ফিৎরা ১৪৲ ১৫৬। মুন্‌শী মোহাঃ আমীর উদ্দিন সাং ভাদুরিয়া পোঃ মহনপুর এককালীন ১৲ ১৫৭। মওলবী মোহাঃ আবুল কাসেম কেশরী পোঃ হাটরা এককালীন ২৲ ১৫৮। হাজী মোহাঃ ইয়াসিন সাং হরিদাগাছী পোঃ ঐ এককালীন ৪৲ ১৫৯। মোহাঃ মুনির উদ্দীন সাং সাকুয়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৬০। মোহাঃ সাবের আলী মৃধা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৭৲ ১৬১। মোহাঃ নজর উল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৬২। মোহাঃ মধু প্রামাণিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৬৩। মোহাঃ সুজাউদ্দিন ও মোহাঃ বছির উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৬৪। মোহাঃ বরকতুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১৬৫। হাজী মোহাঃ আলীমুদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ এককালীন ফিৎরা ১৲ ১৬৬। মোহাঃ সেফাতুল্লাহ শাহ সাং বরিঠা পোঃ হাটরা ফিৎরা ৭৲ ১৬৭। মোহাঃ হাবীল সাং সাকুয়া পশ্চিম পাড়া পোঃ হাটরা এককালীন ২৲ ১৬৮। মোহাঃ মফিজউদ্দিন প্রাং সাকোয়া উত্তর পাড়া পোঃ হাটরা ফিৎরা ৩৲ ১৬৯। মোহাঃ রহমতুল্লাহ মণ্ডল সাং বরিঠা পোঃ ঐ ফিৎরা ৬৲ ১৭০। মোহাঃ মানিকুল্লাহ সরকার আতাপুর জামাত হইতে পোঃ গোছা ফিৎরা ৫৲ ১৭১। মোঃ মোহাঃ ইমাদ উদ্দিন সাং নামো রাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর উশর ৫৲ ১৭২। মোহাঃ জহিরউদ্দিন মুন্‌শী ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ১৭৩। মোহাঃ তৈয়ব আলী ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ ১৭৪। মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন মাষ্টার সাং বাগানপাড়া জামাত হইতে সংগৃহীত উশর ৩৭'৫০ ১৭৫। মুন্‌শী আবদুল কুদ্দুস সাং নামো রাজারামপুর (ভাটাপাড়া) জামাত হইতে উশর ১৮'১২ ১৭৬। শংকর বাটী দড়ীপাড়া জামাত হইতে মারফত মোঃ উসমান গণী পোঃ নামো শংকরবাটী উশর ১২'৩৭ ১৭৭। ইদ্রিস আহমদ মণ্ডল টিকরামপুর পোঃ নওয়াবগঞ্জ এককালীন ৩৫৲ ১৭৮। মোহাঃ যিল্লুর রহমান বাসুদেবপুর যাকাত ২১৲ ১৭৯। মোঃ কাছিম উদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ৭৲ ১৮০। মোহাঃ আবেদ আলী মণ্ডল সাং আতাপুর পোঃ গোছা এককালীন ১৲ ১৮১। মোহাঃ কেফায়েতুল্লাহ সাং ও পোঃ গোছা এককালীন ৩'৫০ ১৮২। মোহাঃ সেকেন্দার আলী নারায়নপুর পোঃ ঐ এককালীন ৪৲ ১৮৩। মোঃ ফজর আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৮৪। মোহাঃ আতাউর রহমান ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৮৫। মোহাঃ হজরতুল্লাহ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৮৬। মওঃ মোহাঃ ইসমাইল এককালীন ২৲ ১৮৭। চান মোহাম্মদ ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ১৮৮। মুনশী মোহাঃ কাদের বখশ ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ১৮৯। মোছাম্মাৎ ময়মন বিবি জওজে মোহাঃ কাদের বখশ ঠিকানা ঐ এককালীন ৩৲ ১৯০। মোছাম্মাৎ বিবি শাফিয়া খাতুন জওজে মোহাঃ আতাউররহমান এককালীন ১৲ ১৯১। মাষ্টার ফাযেল উদ্দিন আহমদ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ ধোপাঘাটা ফিৎরা ১০৲ ১৯২। মোহাঃ তছির উদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৯৩। হাজী মোহাঃ সোলাইমান সাং ও পোঃ ধোপাঘাটা, এককালীন ৫৲ ১৯৪। মতীহার জামাত হইতে হাজী মোহাঃ ইসমাইল সাহেব ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৭৲ ১৯৫। জনাব আহমদ আলী সাং মতীহার এককালীন ৫৲ ১৯৬। মোহাঃ ওসির উদ্দিন মণ্ডল সাং ও পোঃ ধোপাঘাটা এককালীন ২৲ ১৯৭। মোহাঃ মকবুল হোসেন ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ১৯৮। কাষী মোহাঃ আনওয়ার হোসেন ঠিকানা ঐ এককালীন ৪৲ ১৯৯। ডাঃ মোহাঃ ওয়াহেদ বখশ্‌ ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ২০০। মোহাঃ সৈয়দ আলী মিঞা ঠিকানা ঐ এককালীন ১৲ ২০১। মোহাঃ সাদের উদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ২০২। মোহাঃ নেজাম উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২০৩। মোহাঃ আমজাদ আলী ঠীকানা ঐ এককালীন ১৲ ২০৪। মোহাঃ আখলাক হোসেন ঠীকানা ঐ এককালীন ১৲।

যিলা বগুড়া

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আমির উদ্দিন খান সাং দাসরা পোঃ ক্ষেতলাল ফিৎরা ১০৲ ২। হাজী মোহাঃ সৈয়দ আলী সাং আচারের পাড়া পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ১৫৲ ৩। মোহাঃ নুরুদ্দিন পোঃ ডেমাজানি ফিৎরা ১০৲ ৪। মোহাঃ দানেশ উদ্দিন মণ্ডল সাং ফুলবাড়ী পোঃ হাট ফুলবাড়ী ফিৎরা ১৪'৭০ ৫। মোহাঃ তাসমতুল্লা প্রাং সাং চরকভাইকা পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৪'৬৯।

আদায় মার্ক্ত মৌঃ মোহাঃ আবুল হাসানাত

কমরগ্রাম পোঃ বানিয়া পাড়া

৬। কমরগ্রাম জামাত হইতে মার্ক্ত মৌঃ আবুল হাসানাত ফিৎরা ৫০৲ ৭। আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৯৲ ৮। মোহাঃ নুরুল ইসলাম সাং মোহাম্মদপুর ফিৎরা ১'৫০ ৯। মোহাঃ মুফাযযল মণ্ডল সাং পলিকাদুয়া ফিৎরা ২৲ ১০। মোহাঃময়েজ মোল্লা কমরগ্রাম ফিৎরা ৫৲ ১১। মোহাঃ ফিরাজ উদ্দিন ফকির সাং নামাআটী পোঃ ক্ষেৎলাল ফিৎরা ৫৲ ১২। মোহাঃ তছির উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ১৩। মোহাঃ বেশারত উল্লাহ দিঘিপাড়া পোঃ ক্ষেতলাল ফিৎরা ৪৲ ১৪। মোহাঃ ফযলুর রহমান সাং ঘুসাইল ফিৎরা ৫৲ ১৫। মোহাঃ আবদুল গফুর ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৬। মোহাঃ ইয়াকুব আমী খান সাং ধোয়া পুকুর দাশরা ফিৎরা১০৲ ১৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল গনী বানিয়া পাড়া ফিৎরা ৫৲ ১৮। মৌঃ মোহাঃ ইব্রাহিম পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ২৲ ১৯। মোহাঃ আজহার আলী মণ্ডল সাং ছোটহার পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ৫৲ ২০। মৌঃ মোহাঃ জামাল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২১। মোহাঃ দলিলুদ্দিন সাং ধারকী ফিৎরা ১৲ ২২। মোহাঃ আবদুল গাফফার বানিয়াপাড়া ফিৎরা ৫৲ ২৩। মোহাঃ সোলাইমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২৪। গাজী মোহাঃ বছির উদ্দিন মণ্ডল কমরগ্রাম যাকাত ৩৲ ২৫। মোহাঃ এবারতুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ২৬। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রসিদ ফিৎরা ৫৲।

যিলা রংপুর

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মেহের উদ্দিন মুন্শী সাং বাগদা পোঃ সাহেবগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২। মৌঃ মোহাঃ সিরাজুল হক বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৬৩'৯৫ ৩। আলহাজ মোহাঃ আমানতুল্লাহ মুন্শী সাং রসুলপুর পোঃ চণ্ডিপুর ভায়া নলডাঙ্গা এককালীন ৩৲ ৪। সেক্রেটারী রামধন মসজিদ পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ৫৩'৬৬ ৫। মোহাঃ আলাবখশ মণ্ডল সেক্রেটারী চকচকিয়া পোঃ ভরতখালী ফিৎরা ২০৲।

যিলা দিনাজপুর

১। এম, এ, গফুর নবীপুর প্রাইমারী স্কুল নাপড়াই ফিৎরা ২৲।

যিলা বরিশাল

আদায় মার্ক্ত মওলবী মনসুর আহমদ মল্লিক

সাং মাদার্সি পোঃ ধামশর

১। আবদুল হালীম মল্লিক যাকাত ২'৫০ ২। মাষ্টার মনসুর আহমদ মল্লিক যাকাত ২'৫০ ৩। মোহাঃ মাজেদ আলী মল্লিক ফিৎরা ১৲ ৪। মোহাঃ মকসেদ আলী মল্লিক ফিৎরা ১৲ ৫। মোহাঃ কাসেম আলী মল্লিক ফিৎরা ১৲।

যিলা শ্রীহট্ট

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মওঃ মোহাম্মদ আলী বাঁসবাড়ী পোঃ গাছবাড়ী ফিৎরা ১৫৲।

যিলা খুলনা

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ লুৎফর রহমান পোঃ মোল্লাহাট অন্যান্ত ১০৲

যিলা যশোর

আফিসে প্রাপ্ত

১। মওঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগান্না ফিৎরা ২৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাবপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্‌-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখায় দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org